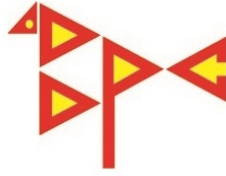


বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৪-২০২৫



বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

পর্যটন ভবন, প্লট : ই-৫ সি/১, পশ্চিম আগারগাঁও
শেরেবাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭।

www.parjatan.gov.bd

www.hotels.gov.bd

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১. উপক্রমণিকা	৩-৪
২. বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন - এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	৫-৬
৩. বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের বিভাগসমূহ	
■ প্রশাসন বিভাগ	৭-৮
■ অর্থ বিভাগ	৯-১২
■ পরিকল্পনা বিভাগ	১৩-১৭
■ বাণিজ্যিক বিভাগ	১৮-১৯
৪. বিশেষায়িত ইউনিটসমূহ	
● ন্যাশনাল হোটেল এন্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	১৯-২৪
● ডিউটি ফ্রি অপারেশনস্	২৫-২৬
● ভ্রমণ ও রেন্ট-এ-কার ইউনিট	২৭
৫. বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের হোটেল, মোটেল, রেস্টোরাঁ ইত্যাদি	২৮-৪৫
৬. প্রচারণা ও জনসংযোগ কার্যক্রম	৪৬-৪৯
৭. উপসংহার	৫০

উপক্রমণিকা

বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে পর্যটন শিল্প একটি বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একক বৃহত্তম শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিশ্বের বহু দেশেই এই শিল্প জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্তমানে বৈশ্বিক জিডিপিতে পর্যটন খাতের অবদান প্রায় ১০% এবং প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান প্রায় ১১%। বাংলাদেশের জিডিপিতে পর্যটন খাতের অবদান ৩% ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এর অবদান প্রায় ১.৭% যা এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় তেমন আশাব্যঞ্জক নয়। পর্যটন সংশ্লিষ্ট গবেষণায় দেখা যায়, ১ জন পর্যটক ১১ জন মানুষের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে থাকে। পর্যটন শিল্প স্বল্প বিনিয়োগের মাধ্যমে অধিক রাজস্ব আহরণ করে থাকে।

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপার লীলাভূমি। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের পর্যটকদের আকৃষ্ট করার মতো সব পর্যটন উপাদান বাংলাদেশে রয়েছে। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত, বিস্তীর্ণ পাহাড়-পর্বত, হ্রদ, নদ-নদী, হাওড়-বাওড়, বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, জীব-বৈচিত্র্য, চা-বাগান, গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্য, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, মানুষের বর্ণাঢ্য জীবনযাত্রা এবং সর্বোপরি অতিথিপরায়ণ বাংলার মানুষ পৃথিবীর যে কোনো পর্যটককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম। বাংলাদেশের অফুরন্ত পর্যটন সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই অভীষ্ট (SDGs) অর্জনে সরকার পর্যটনকে অগ্রাধিকারযুক্ত শিল্প হিসেবে ঘোষণা করে তার অধীনে ১২ টি উপখাত চিহ্নিত করেছে, যার মধ্যে বিভিন্ন ব্যবসা, বাণিজ্য, সেবা ও পণ্য উৎপাদনসহ অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৩ বলে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ১৯৭৩ সাল থেকে তার কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশকে এশিয়ার অন্যতম পর্যটন গন্তব্যে পরিণত করার রূপকল্প (Vision) নিয়ে সংস্থাটি কাজ করে যাচ্ছে। এই ভিশন অর্জনে তিনটি মূল অভিলক্ষ্য (Mission) নির্ধারিত রয়েছে: পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং টেকসই পর্যটন উন্নয়নে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দু'টি মূল দায়িত্ব পালন করে চলেছে: ক) পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ এবং খ) সারা দেশে পর্যটকদের জন্য পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি ও তা পরিচালনা। এ লক্ষ্যে নতুন নতুন পর্যটন আকর্ষণ চিহ্নিত করে সেখানে টেকসই পর্যটন অবকাঠামো নির্মাণ, পর্যটকদের জন্য মানসম্মত সেবা নিশ্চিতকরণ, পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন এবং পর্যটন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল তৈরীতে সংস্থাটি নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। পর্যটন শিল্পের বিকাশে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকল্পে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের ভূমিকা অপরিসীম। এছাড়া পর্যটন শিল্পে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগে সংস্থাটি পিপিপি, বিডা ও বেজার সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) অর্জনে পর্যটন শিল্প যাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে সে আলোকে এ সংস্থা পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ এর ভিত্তিতে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন পূর্বতন বছর হতে চলমান ৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে সংস্থার বিভিন্ন বাণিজ্যিক ইউনিট নির্মাণ/সংস্কারের জন্য সরকারি অনুদান ৯,৮৮৫.৩৬ লক্ষ টাকা ও নিজস্ব তহবিল থেকে ২,০৯৪.৬২ লক্ষ টাকাসহ মোট ১১,৯৭৯.৯৮ লক্ষ টাকা মূলধনী ব্যয় হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সরকারি অনুদান ৯৫৫.৭০ লক্ষ টাকা ও নিজস্ব তহবিল থেকে ২৫৮.৫৭ লক্ষ টাকাসহ মোট ১২১৪.২৭ লক্ষ টাকা মূলধনী ব্যয় হয়েছে। কর্তৃপক্ষের দক্ষ ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনায়, ব্যয় সাশ্রয় নীতি, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ১৫,১১৬.১৩ লক্ষ টাকা আয় করেছে। এসময় করপূর্ব মুনাফার পরিমাণ ছিলো ৯৭.৯১ লক্ষ টাকা। একই অর্থ

বছরে সংস্থাটি তার নিজস্ব আয় থেকে সব প্রকার রাজস্ব ব্যয় নির্বাহ করার পর সরকারি পাওনা বাবদ আয়কর, ডিএসএল, ভ্যাট, লভ্যাংশ, লাইসেন্স ফি, আবগারি শুল্ক এবং খাজনা, ভাড়া ও কর খাতে সরকারি কোষাগারে মোট ১,২৯১.৫১ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন উত্তরাধিকার সূত্রে মাত্র ৭ (সাত) টি স্থাপনা নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও এখন ৫৪টি পর্যটন স্থাপনা পরিচালনা করেছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংস্থাটি নিজস্ব অর্থায়নে ও সরকারি সহায়তায় পর্যটন নগরী কক্সবাজার, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা, সিলেট, কুয়াকাটা, রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর, খুলনা, মেহেরপুর, গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট, নেত্রকোণা, নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জসহ দেশের আকর্ষণীয় পর্যটন স্থানসমূহে হোটেল, মোটেল, রিসোর্ট, পিকনিক স্পট, রেস্টোরাঁ, বার, সুইমিং পুল, গল্ফ বার, পর্যটন সেবা কেন্দ্র এবং পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন করে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের অগ্রগতিতে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন পরিচালনাধীন ন্যাশনাল হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই) ১৯৭৪ সাল থেকে পর্যটন খাতে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছে। এ প্রতিষ্ঠান থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৫৫,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন হোটেল, মোটেল, রেস্টোরাঁ, বিমান সংস্থা ও অন্যান্য পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সুনামের সাথে কাজ করছে। প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল তৈরির ফলে দেশে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে, বেকারত্ব হ্রাস পাচ্ছে এবং একইসাথে পর্যটন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে ও উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে। স্থানীয় জনসাধারণকে পর্যটন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ ও নারীর ক্ষমতায়নে সংস্থাটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রেখে চলেছে, এবং জিডিপিতে পর্যটন শিল্পের অবদান বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া সংস্থাটি দেশে, বিদেশে ও অনলাইন মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের প্রচারণায় নানাবিধ প্রচার ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন হলো একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের দর্পণ। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি মূলত, জুলাই ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের ধারাবাহিকতা এবং আগামী দিনের উন্নয়ন রূপরেখার একটি দর্পণ। এই প্রতিবেদনে সংস্থা কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে নিজস্ব ও সরকারি অর্থায়নে দেশের বিভিন্ন পর্যটন এলাকায় নির্মিত পর্যটন সুবিধাদির বিবরণ, সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমসমূহের সংক্ষিপ্ত কিন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র এবং সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ইউনিট থেকে প্রাপ্ত আয় ও ব্যয়ের বিবরণ ও উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে।

আমরা বিশ্বাস করি, এই প্রতিবেদনের তথ্য-উপাত্ত পর্যটন গবেষক, ভ্রমণপিপাসু মানুষ, সাংবাদিক, পর্যটন উন্নয়নকর্মী ও পর্যটন সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের উপকারে আসবে। এছাড়া, জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারের প্রতি সংহতি প্রকাশপূর্বক এ প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম সম্পর্কে দেশের নাগরিকদের একটি স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করতে প্রতিবেদনটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমরা মনে করি।

এ বছর প্রতিবেদনটি পুস্তক আকারে মুদ্রণের পাশাপাশি সংস্থার ওয়েবসাইটেও পিডিএফ আকারে প্রকাশ করা হলো। এতে করে যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রতিবেদনটি তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারবেন। এই প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্তসমূহ সঠিকভাবে উপস্থাপনে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও কোনো ত্রুটি-বিচ্ছৃতি পাঠকের নজরে এলে তা সংশোধনের জন্য তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে। পরিশেষে, যাদের শ্রম ও মেধায় এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

সায়েরা শাহীন সুলতানা
চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

০১. ভূমিকা

১৯৭২ সালের ২৭ নভেম্বর রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর ১৪৩ বলে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে ‘বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক)’ এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। কার্যক্রম শুরুর পর থেকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

০২. রূপকল্প (ভিশন)

বাংলাদেশকে এশিয়ার অন্যতম পর্যটন গন্তব্যে পরিণত করা।

০৩. অভিলক্ষ্য (মিশন)

- ১) পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি করা;
- ২) উন্নত সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- ৩) টেকসই পর্যটন উন্নয়নে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

০৪. দায়িত্ব ও কার্যাবলি

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন আদেশ, ১৯৭২ এবং ‘বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (সংশোধিত) আইন, ২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প উন্নয়নের পথিকৃৎ প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে দুটি মূল দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে :

- পর্যটন শিল্পের বিকাশ এবং উন্নয়ন;
- সারাদেশে পর্যটকদের জন্য সুবিধাদি সৃষ্টি এবং তা পরিচালনা।

সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিম্নলিখিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুচারুরূপে পালন করে চলেছে :

১. অভ্যন্তরীণ পর্যটন অবকাঠামো সৃষ্টি;
২. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং পর্যটকদের মানসম্মত সেবা প্রদান;
৩. দেশে ও বিদেশে পর্যটন এর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি, পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং পর্যটন সংশ্লিষ্ট বা সহায়ক সব কার্য সম্পাদন;
৪. দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা;
৫. সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে পর্যটন শিল্পের সম্প্রসারণ;
৬. সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে বিদেশের সাথে পর্যটন চুক্তি সম্পাদন;
৭. পর্যটন সংক্রান্ত নানামুখী গবেষণা এবং দেশে-বিদেশে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা;
৮. পর্যটকদের জন্য হোটেল, মোটেল, রেস্টুরেন্ট, রেস্ট-হাউজ, পিকনিক স্পট, ক্যাম্পিং সাইট, থিয়েটার, বিনোদন পার্ক, ওয়াটার ফ্রিইং ও পর্যটকদের জন্য বিনোদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, নির্মাণ, আয়োজন, সংস্থান ও পরিচালনা;

৯. ট্রাভেল এজেন্সি গঠন এবং দলবদ্ধ ভ্রমণ আয়োজনের জন্য রেলওয়ে, শিপিং কোম্পানি, এয়ারলাইন্স, জলপথ ও সড়ক পরিবহনের এজেন্ট হিসেবে কাজ করা;
১০. কার্যকর কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম উৎসাহিতকরণ এবং আর্থিক সচ্ছলতা ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিকল্পে দেশের নারী জনগোষ্ঠীকে পর্যটন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ;
১১. প্রকৃতি, জীব-বৈচিত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে ইকো-ট্যুরিজম ও নৃতাত্ত্বিক সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে ethno-tourism এর উন্নয়ন;
১২. পর্যটন শিল্পে শক্তিশালী সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্ব উৎসাহিতকরণ।

০৫. বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর পরিচালনার আইনি কাঠামো

- ক) বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন আদেশ, ১৯৭২;
- খ) Bangladesh Parjatan Corporation (Amendment) Act, 2022;
- গ) বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন চাকুরি বিধিমালা, ১৯৮০;
- ঘ) বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ১৯৯০;
- ঙ) বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্মচারী (অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল) প্রবিধানমালা, ২০০৬;
- চ) জাতীয় পর্যটন নীতিমালা, ২০১০;
- ছ) বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের জমি ও স্থাপনাসমূহ লিজ প্রদানের নীতিমালা, ২০১৩।

০৬. সাংগঠনিক কাঠামো

বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক)-এর প্রধান নির্বাহী হলেন ‘চেয়ারম্যান’। বর্তমানে এই পদে সরকার কর্তৃক একজন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে পদায়ন করা হয়েছে। তাঁর অধীনে সংস্থায় চারজন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা যথাক্রমে সংস্থার বাণিজ্যিক, প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা বিভাগের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর পরের পর্যায়ে মহাব্যবস্থাপক এবং পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থাপক, উপব্যবস্থাপক, নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী নির্বাহী কর্মকর্তাগণ দায়িত্ব পালন করছেন।

০৭. বাপক-এর পরিচালনা বোর্ড

‘বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (সংশোধিত) আইন ২০২২ এর ৭ ধারা অনুযায়ী গত ২৮-১১-২০২৪ তারিখে নিম্নরূপভাবে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক) ১১ (এগারো) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়:

ক)	সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	প্রেসিডেন্ট
খ)	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন	পরিচালক
গ)	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন ০১ (এক) জন কর্মকর্তা	পরিচালক
ঘ)	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন ০১ (এক) জন কর্মকর্তা	পরিচালক
ঙ)	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন ০১ (এক) জন কর্মকর্তা	পরিচালক
চ)	জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন ০১ (এক) জন কর্মকর্তা	পরিচালক
ছ)	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় মনোনীত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন ০১ (এক) জন কর্মকর্তা	পরিচালক
জ)	সরকার কর্তৃক মনোনীত বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর ০২ (দুই) জন পরিচালক	পরিচালক
ঝ)	সরকার কর্তৃক মনোনীত পর্যটন খাতে সরাসরি ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সম্পৃক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ০২ (দুই) জন প্রতিনিধি	পরিচালক

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের বিভাগ/শাখাসমূহ

প্রশাসন বিভাগ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে সংস্থার প্রশাসন বিভাগ সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলেছে। সংস্থার বিদ্যমান জনবলের বিবরণ, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত জিপিএমএস, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন, সিটিজেন চার্টার, জিআরএস এবং তথ্য অধিকার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

০১. মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা

ক. জনবল:

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন প্রতিষ্ঠার সময় ১৩৭২ পদবিশিষ্ট একটি সাংগঠনিক কাঠামোর অনুমোদন দেওয়া হয়। অতঃপর ১৯৮৩ সালে এনাম কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের জন্য ২২৮টি এবং বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহের জন্য ৪৩১টি পদসহ মোট (২২৮ + ৪৩১) = ৬৫৯ পদবিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক ০২-০৯-১৯৯৫ তারিখে ৩২টি পদ এবং ২৭-০১-২০২২ তারিখে ২৩টি পদ, মোট ৫৫টি পদ সৃষ্টি করায় সর্বমোট পদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭১৪টি। একই সাথে উক্ত পদ হতে গত ২৭-০১-২০২২ তারিখে ০৫টি পদ বিলুপ্তির আদেশ জারি করা হয়, ফলে বর্তমানে মোট অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৭০৯টি।

ক্রমিক	পদের নাম	এনাম কমিটি অনুমোদিত (প্রধান কার্যালয়)	এনাম কমিটি অনুমোদিত (বাণিজ্যিক ইউনিট)	সরকার অনুমোদিত (জিও দ্বারা সৃষ্ট) প্রধান কার্যালয়	মোট	বর্তমানে কর্মরত	শূন্য পদ
১.	কর্মকর্তা	৭১	৭৮	৪৫	১৯৪	১৬৭	২৭
২.	কর্মচারী	১৫২	৩৫৩	১০	৫১৫	১৪৮	৩৬৭
	সর্বমোট	২২৩	৪৩১	৫৫	৭০৯	৩১৫	৩৯৪

বর্তমানে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এ বিভিন্ন পদে ৩১৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন এবং পদ শূন্য রয়েছে ৩৯৪টি। এছাড়া, কার্যসহকারী হিসেবে দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে কর্মরত জনবল = ৬৯৮ জন। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের শূন্যপদসমূহ পূরণকল্পে সহকারী প্রকৌশলী, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সহকারী বাণিজ্যিক কর্মকর্তা, সহকারী প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, উপসহকারী প্রকৌশলী, হিসাবরক্ষক-এর ৩৫টি শূন্য পদে নিয়োগদানের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত ছাড়পত্র অনুযায়ী নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

০২. সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি (GPMS) বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদন

সরকারি কার্যক্রমে দক্ষতা, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও জনসেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এবং পূর্বতন বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) কাঠামোতে কিছু সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত হয়। সে প্রেক্ষিতে এপিএ এর কাঠামোগত পরিবর্তন/পুনর্গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে এপিএ-এর পরিবর্তে সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি/Governance Performance Monitoring System (GPMS) প্রণয়ন করা হয়েছে। GPMS এর আগামী ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের অক্টোবর হতে কার্যকর করার সম্ভাবনা রয়েছে।

০৩. ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন (E-governance & Innovation) বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদন

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন অনুশীলনে সেবা সহজীকরণ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। দপ্তরসমূহের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ/বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো: সরকারি দপ্তরে উদ্ভাবন, সেবা সহজীকরণ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ক কার্যক্রমকে সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং এ লক্ষ্যে দায়বদ্ধতা সৃষ্টি। সে মোতাবেক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর নির্দেশিকা এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুসরণে বাপক-এর 'ই-গভর্ন্যান্স' টিম গঠন করা হয়েছে। কমিটি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে।

০৪. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter) বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদন

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter) হলো নাগরিক (সেবা গ্রহীতা) এবং সেবাদাতার মধ্যকার একটি চুক্তি (Agreement), যেখানে সেবা প্রদানসংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ ও নির্দেশনা বিবৃত থাকে। এই সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সেবা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা আনয়ন করে। তা ছাড়া, এর মাধ্যমে সেবাসংক্রান্ত তথ্য সম্মানিত অতিথিবৃন্দের নিকট সহজলভ্য করা, সেবা কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। নাগরিক সেবার মান উন্নয়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত ছকে বাপক-এর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হয়েছে, যা প্রতি ত্রৈমাসিক হালনাগাদ করা হয়। এ ছাড়া, বাপক-এর বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহকেও স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

০৫. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদন

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি (Grievance Redress System-GRS) সংক্রান্ত অনলাইন ও অফলাইনে প্রাপ্ত হালনাগাদ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর ছক মোতাবেক প্রতি মাসে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ২১ (একুশ)টি অভিযোগ পাওয়া গেছে। সবগুলো অভিযোগই নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অভিযোগ প্রতিকারের হার ১০০%। এছাড়া, বাপক প্রধান কার্যালয়সহ সব বাণিজ্যিক ইউনিটের অভ্যর্থনা কক্ষের দৃশ্যমান স্থানে স্বচ্ছ (কাচের) 'অভিযোগ বাক্স' স্থাপন করা হয়েছে। অনলাইনে (www.grs.gov.bd) অভিযোগ দাখিলকে উৎসাহিতকরণের জন্যও প্রচার করা হয়েছে।

০৬. তথ্য অধিকার (RTI) বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদন

সরকারি অফিসসমূহে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা শক্তিশালী করার জন্য এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাপক-এর পক্ষ থেকে চাহিত তথ্য প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। উল্লেখ্য, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তথ্য প্রাপ্তির জন্য প্রাপ্ত সকল আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। তথ্য সরবরাহের হার ১০০%।

অর্থ ও হিসাব বিভাগ

পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন, বিদেশে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা ও অভ্যন্তরীণ পর্যটন অবকাঠামো ও সুবিধাদি সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৭২ সনে ১.০০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধনের বিপরীতে ৫.০০ লক্ষ টাকা পরিশোধিত মূলধন নিয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১৪৩ বলে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক) প্রতিষ্ঠিত হয়। অত্র সংস্থা সৃষ্টি লগ্নে ছোট ছোট ৭ টি ইউনিট নিয়ে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৫৪ টিতে উন্নীত হয়েছে।

১। গত ০৫ (পাঁচ) অর্থ বছরে সংস্থার করপূর্ব মুনাফা/(ক্ষতি):

(লক্ষ টাকা)

আর্থিক বছর	করপূর্ব মুনাফা/(ক্ষতি)
২০২০-২১	- ৫২৫.৩৯
২০২১-২২	৭.৯৫
২০২২-২৩	২০.২৫
২০২৩-২৪	২৪.৩৪
২০২৪-২৫	৯৭.৯১

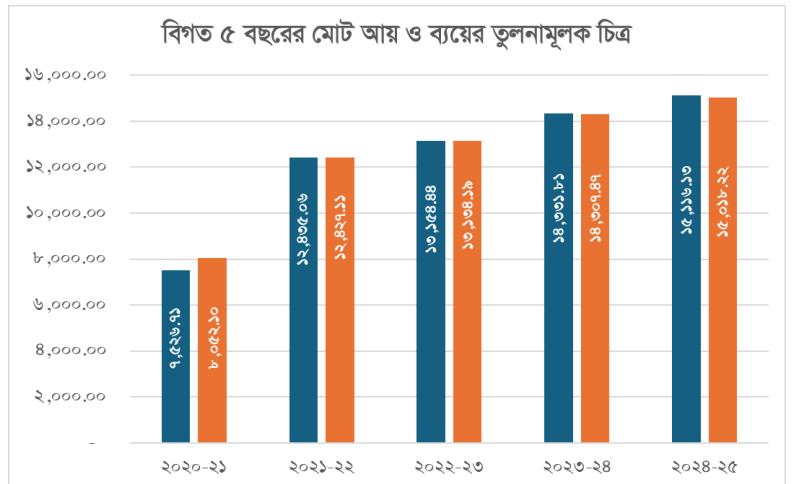


২। সংস্থার ০৫ (পাঁচ) অর্থবছরের মোট আয় ও মোট ব্যয়ের বিবরণ:

কর্তৃপক্ষের দক্ষ ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনার সুবাদে এবং ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট আয় ৭,৫২৬.৭১ লক্ষ টাকা ও মোট ব্যয় ৮,০৫২.১০ লক্ষ টাকা, ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট আয় ১২,৪৩৫.০৬ লক্ষ টাকা ও মোট ব্যয় ১২,৪২৭.১১ লক্ষ টাকা, ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট আয় ১৩,১৫৪.৪৪ লক্ষ টাকা ও মোট ব্যয় ১৩,১৩৪.১৯ লক্ষ টাকা, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট আয় ১৪,৩৩১.৮১ লক্ষ টাকা ও মোট ব্যয় ১৪,৩০৭.৪৭ লক্ষ টাকা এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট আয় ১৫,১১৬.১৩ লক্ষ টাকা ও মোট ব্যয় ১৫,০১৮.২২ লক্ষ টাকা করেছে, যার একটি তুলনামূলক বিবরণী বারচিত্রে উপস্থাপিত হলো:

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	মোট আয়	মোট ব্যয়
২০২০-২১	৭৫২৬.৭১	৮০৫২.১০
২০২১-২২	১২৪৩৫.০৬	১২৪২৭.১১
২০২২-২৩	১৩১৫৪.৪৪	১৩১৩৪.১৯
২০২৩-২৪	১৪৩৩১.৮১	১৪৩০৭.৪৭
২০২৪-২৫	১৫১১৬.১৩	১৫০১৮.২২



■ মোট আয় ■ মোট ব্যয়

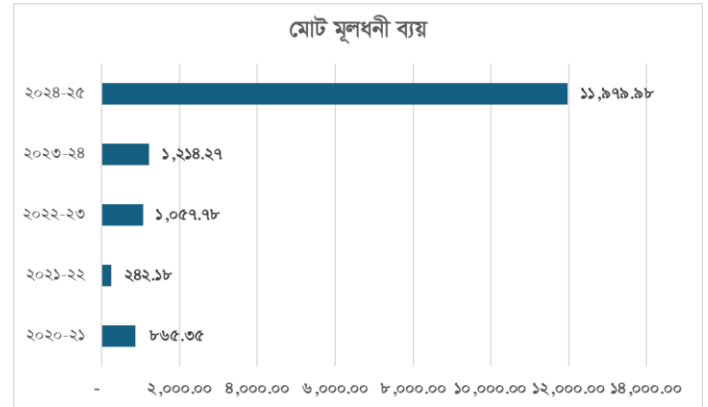
৩। সংস্থার মোট মূলধনী ব্যয়:

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ইউনিট নির্মাণ/সংস্কারের জন্য সরকারি অনুদান ৯,৮৮৫.৩৬ লক্ষ টাকা ও নিজস্ব তহবিল থেকে ২০৯৪.৬২ লক্ষ টাকাসহ মোট ১১,৯৭৯.৯৮ লক্ষ টাকা মূলধনী ব্যয়

হয়েছে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকারি অনুদান ৯৫৫.৭০ লক্ষ টাকা ও নিজস্ব তহবিল থেকে ২৫৮.৫৭ লক্ষ টাকাসহ মোট ১২১৪.২৭ লক্ষ টাকা, ২০২২-২৩ অর্থবছরে নিজস্ব তহবিল থেকে ১,০৫৭.৭৮ লক্ষ টাকা, ২০২১-২২ অর্থবছরে নিজস্ব তহবিল থেকে ২৪২.১৮ লক্ষ টাকা এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারি অনুদান ৭৬৮.৮৩ লক্ষ টাকা ও নিজস্ব তহবিল থেকে ৯৬.৫২ লক্ষ টাকাসহ মোট ৮৬৫.৩৫ লক্ষ টাকা মূলধনী ব্যয় হয়েছে। নিম্নে উল্লেখিত অর্থবছরে মূলধনী ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণী বার চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হলো:

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	সরকারি অনুদান	নিজস্ব তহবিল	মোট মূলধনী ব্যয়
২০২০-২১	৭৬৮.৮৩	৯৬.৫২	৮৬৫.৩৫
২০২২-২৩	-	২৪২.১৮	২৪২.১৮
২০২৩-২৪	-	১০৫৭.৭৮	১০৫৭.৭৮
২০২৩-২৪	৯৫৫.৭০	২৫৮.৫৭	১২১৪.২৭
২০২৪-২৫	৯৮৮৫.৩৬	২০৯৪.৬২	১১৯৭৯.৯৮

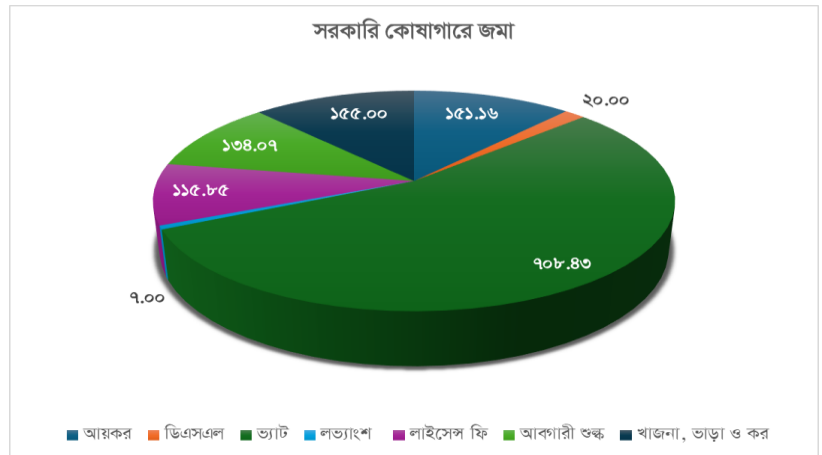


৫। সরকারি কোষাগারে অর্থ জমা:

২০২৪-২৫ অর্থবছরে অত্র সংস্থা তার নিজস্ব আয় থেকে সকল প্রকার রাজস্ব ব্যয় নির্বাহ করার পর সরকারি পাওনা বাবদ আয়কর, ডিএসএল, ও ভ্যাট লভ্যাংশ, লাইসেন্স ফি, আবগারী শুল্ক এবং খাজনা ভাড়া ও কর খাতে সরকারি কোষাগারে মোট ১,২৯১.৫১ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছে। এগুলোর একটি বিবরণ পাই চিত্রে উপস্থাপিত হলো:

(লক্ষ টাকা)

হিসাবের খাত	পরিশোধ
আয়কর	১৫১.১৬
ডিএসএল	২০.০০
ভ্যাট	৭০৮.৪৩
লভ্যাংশ	৭.০০
লাইসেন্স ফি	১১৫.৮৫
আবগারী শুল্ক	১৩৪.০৭
খাজনা, ভাড়া ও কর	১৫৫.০০
মোট	১২৯১.৫১

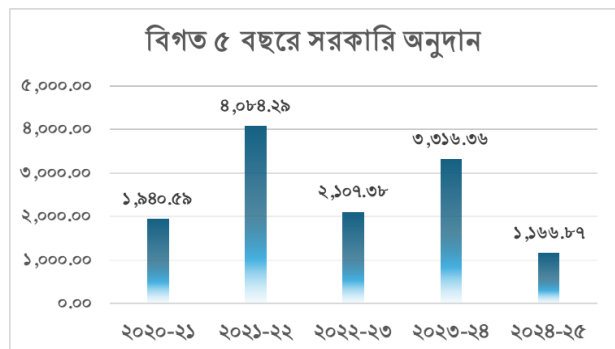


৬। সরকারী অনুদান:

সংস্থার প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক ইউনিট নির্মাণ/সংস্কারের কাজের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারি অনুদান পেয়েছে ১৯৪০.৫৯ লক্ষ টাকা, ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারি অনুদান পেয়েছে ৪০৮৪.২৯ লক্ষ টাকা, ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারি অনুদান পেয়েছে ২১০৭.৩৮ লক্ষ টাকা, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকারি অনুদান পেয়েছে ৩৩১৬.৩৬ লক্ষ টাকা, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সরকারি অনুদান পেয়েছে ১১৬৬.৮৭ লক্ষ টাকা। বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে প্রাপ্ত সরকারি অনুদানের একটি তুলনা বার চিত্রে উপস্থাপন করা হলো :

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	অনুদান
২০২০-২১	১৯৪০.৫৯
২০২২-২৩	৪০৮৪.২৯
২০২৩-২৪	২১০৭.৩৮
২০২৩-২৪	৩৩১৬.৩৬
২০২৪-২৫	১১৬৬.৮৭



৭। বাজেট (অর্থবছর ২০২৪-২৫):

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৫-২৬	সংশোধিত ২০২৪-২৫	বাজেট ২০২৪-২৫	হিসাব জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪-২৫	হিসাব ২০২৩-২৪
১. রাজস্ব/বিক্রয়					
ক. প্রধান কার্যালয়	১৬,৪৩.৫৭	১৬,৭৬.১০	১৬,৩৫.৫১	১৪,১৫.৮০	১৩,৫৭.২৯
খ. ইউনিট সমূহ	১,৮৫,৯২.৯২	১,৫৮,৭৪.৫৯	১,৭০,৩৯.৮১	৫৮,৪৩.৪৩	১,২০,৪১.৬২
মোট রাজস্ব/ বিক্রয় (ক+খ)	২,০২,৩৬.৪৯	১,৭৫,৫০.৬৯	১,৮৬,৭৫.৩২	৭২,৫৯.২৩	১,৩৩,৯৮.৯১
২. আবর্তক ব্যয়					
গ. প্রধান কার্যালয়	৫৬,৯৩.৩৮	৪৬,৪০.২৬	৪০,৯০.৬০	২২,১৪.৯৯	৩৩,৪৭.৩০
ঘ. ইউনিট সমূহ	১,৪৪,৮৮.১১	১,২৮,৮৫.৪৩	১,৩৮,২৪.৮৯	৪৪,৬৯.৯৯	১,০০,২৭.২৭
ঙ. আয়কর	.০০	.০০	.০০	.০০	.০০
৩. মোট আবর্তক ব্যয় (গ+ঘ+ঙ)	২,০১,৮১.৪৯	১,৭৫,২৫.৬৯	১,৭৯,১৫.৪৯	৬৬,৮৪.৯৮	১,৩৩,৭৪.৫৭
৪. মুনাফা/(ঘাটতি) (১-২)	৫৫.০০	২৫.০০	৭,৫৯.৮৩	৫,৭৪.২৫	২৪.৩৪
৫. মূলধন ব্যয়					
চ. প্রধান কার্যালয়	৩৮.৭৫	৩৮.২৫	৫১.৭৫	১.৮৫	১২.০৯
ছ. ইউনিট সমূহ	৭,৭৮.৬৯	৭,৬৮.৮৯	১,২৪৮.৬৭	২৪.২৩	১১,৮৬.৬৯
৬. প্রকল্প ব্যয়					
জ. প্রধান কার্যালয়	.০০	.০০	৫২,০০.৬০	.০০	.০০
ঝ. ইউনিট সমূহ	.০০	.০০	.০০	.০০	.০০
৭. মোট উন্নয়ন ব্যয় (চ+ছ+জ+ঝ)	৮,১৭.৪৪	৮,০৭.১৪	৬৫,০১.০২	২৬.০৮	১১,৯৮.৭৮
সর্বমোট ব্যয় (৩+৭)	২,০৯,৯৮.৯৩	১,৮৩,৩২.৮৩	২,৪৪,১৬.৫১	৬৭,১১.০৬	১,৪৫,৭৩.৩৫

৮। আয়-ব্যয়ের হিসাব

১৯৭২-১৯৭৩ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর পর্যন্ত বাপক এর একত্রীভূত লাভ/(ক্ষতি) বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	অর্থ বছর	মোট আয়	মোট ব্যয়	করপূর্ব মুনাফা/(ক্ষতি)
১	১৯৭২-৭৩	০.৮০	১৭.৯১	(১৭.১১)
২	১৯৭৩-৭৪	১৯.৮১	৬২.০৭	(৪২.২৬)
৩	১৯৭৪-৭৫	৪৮.৭৮	১০১.০৯	(৫২.৩১)
৪	১৯৭৫-৭৬	৪৫.৬৪	১২৪.৪৪	(৭৮.৮০)
৫	১৯৭৬-৭৭	৬২.৫৫	১২৫.৮৯	(৬৩.৩৪)
৬	১৯৭৭-৭৮	১০০.৩৯	১৮০.০৮	(৭৯.৬৯)
৭	১৯৭৮-৭৯	১৩৭.১০	২১৭.৮৫	(৮০.৭৫)
৮	১৯৭৯-৮০	২২১.৯৯	৩৫১.১৫	(১২৯.১৬)
৯	১৯৮০-৮১	২৯৭.৫৪	৪২৩.৭৫	(১২৬.২১)
১০	১৯৮১-৮২	৩৩৪.৭১	৫০১.৮৫	(১৬৭.১৪)
১১	১৯৮২-৮৩	৪২৯.৮৭	৫৪১.৯০	(১১২.০৩)
১২	১৯৮৩-৮৪	৯১৬.৮৮	৮৯১.৩৮	২৫.৫০
১৩	১৯৮৪-৮৫	১,৪১৮.৫০	১,২১৫.৩৫	২০৩.১৫
১৪	১৯৮৫-৮৬	১,৫৬৯.৬৫	১,৪০৭.০৪	১৬২.৬১
১৫	১৯৮৬-৮৭	২,২৭৬.২৪	২,১৮৯.৭৪	৮৬.৫০
১৬	১৯৮৭-৮৮	৩,৬৫৯.৮৮	৩,৩৬৩.০৫	২৯৬.৮৩
১৭	১৯৮৮-৮৯	৩,৯৫০.৫০	৩,৬১০.২১	৩৪০.২৯

ক্র. নং	অর্থ বছর	মোট আয়	মোট ব্যয়	করপূর্ব মুনাফা/(ক্ষতি)
১৮	১৯৮৯-৯০	৪,৩৪০.৩৬	৩,৯৭৫.৪৬	৩৬৪.৯০
১৯	১৯৯০-৯১	৫,০৭৯.৭০	৪,৮৫২.৯২	২২৬.৭৮
২০	১৯৯১-৯২	৪,২৫৪.৩১	৩,৯৭০.৪৯	২৮৩.৮২
২১	১৯৯২-৯৩	৪,৬৭৩.৮৩	৪,২৮৯.৩৬	৩৮৪.৪৭
২২	১৯৯৩-৯৪	৪,৩৮৫.১৭	৪,০০৫.০১	৩৮০.১৬
২৩	১৯৯৪-৯৫	৪,৮৫৯.৩৭	৪,৩৭৮.২১	৪৮১.১৬
২৪	১৯৯৫-৯৬	২,৪৫৫.৫১	২,২১৮.৮৪	২৩৬.৬৭
২৫	১৯৯৬-৯৭	৩,৭৬৮.৭৬	৩,৫৩৮.৪৯	২৩০.২৭
২৬	১৯৯৭-৯৮	৪,৫৪১.৮৭	৪,৩০৪.২৬	২৩৭.৬১
২৭	১৯৯৮-৯৯	৩,৭৭৬.৪৯	৩,৫৯২.৫৯	১৮৩.৯০
২৮	১৯৯৯-০০	৩,৮২৯.০০	৩,৫২৮.৯৭	৩০০.০৩
২৯	২০০০-০১	৩,৩৮৮.২৬	৩,১৮৭.১৪	২০১.১২
৩০	২০০১-০২	৩,২৪৮.২৬	৩,১২৯.৩২	১১৮.৯৪
৩১	২০০২-০৩	২,৯৮০.৩২	২,৮৫৩.৮৬	১২৬.৪৬
৩২	২০০৩-০৪	৩,৬৭৮.০৯	৩,৫৭৫.৮৬	১০২.২৩
৩৩	২০০৪-০৫	৪,০৪৮.৭৮	৩,৯৪৬.৭৬	১০২.০২
৩৪	২০০৫-০৬	৪,৩৩৪.৩৭	৪,২৩০.৭৫	১০৩.৬২
৩৫	২০০৬-০৭	৩,৫৬৮.০২	৩,৭২০.৩২	(১৫২.৩০)
৩৬	২০০৭-০৮	৩,৭৩০.০৩	৩,৮৮৪.৯১	(১৫৪.৮৮)
৩৭	২০০৮-০৯	৩,৫৯৮.৬০	৩,৭৯২.৩৫	(১৯৩.৭৫)
৩৮	২০০৯-১০	৪,৫৩৫.৮৮	৪,৫১২.৪৭	২৩.৪১
৩৯	২০১০-১১	৫,৯৬৬.৭১	৫,৮৫৯.২১	১০৭.৫০
৪০	২০১১-১২	৭,১৫৪.৩১	৬,৮৬২.৬৩	২৯১.৬৮
৪১	২০১২-১৩	৭,১৬৮.৩৩	৬,৫৫৬.০০	৬১২.৩৩
৪২	২০১৩-১৪	৭,২২৩.৪০	৬,৯১৮.০৯	৩০৫.৩১
৪৩	২০১৪-১৫	৭,২৬২.২৭	৭,০১৩.১৯	২৪৯.০৮
৪৪	২০১৫-১৬	৭,৯৫০.৪৬	৭,৮৪৩.৪৪	১০৭.০২
৪৫	২০১৬-১৭	১০,০৪৭.৩০	১০,৪৩২.৩৯	(৩৮৫.০৯)
৪৬	২০১৭-১৮	১১,৩৭৩.২৫	১১,২৬৪.৫১	১০৮.৭৪
৪৭	২০১৮-১৯	১১,৩৪৭.৭৩	১১,৩৫৬.৮৪	(৯.১১)
৪৮	২০১৯-২০	১০,০৫১.৮৩	১১,১১৩.৬৫	(১,০৬১.৮২)
৪৯	২০২০-২১	৭,৫২৬.৭১	৮,০৫২.১০	(৫২৫.৩৯.)
৫০	২০২১-২২	১২,৪৩৫.০৬	১২,৪২৭.১১	৭.৯৫
৫১	২০২২-২৩	১৩,১৫৪.৪৪	১৩,১৩৪.১৯	২০.২৫
৫২	২০২৩-২৪	১৪,৩৩১.৮১	১৪,৩০৭.৪৭	২৪.৩৪
৫৩	২০২৪-২৫	১৫,১১৬.১৩	১৫,০১৮.২২	৯৭.৯১
	সর্বমোট =	২,৪৬,৬৭৫.৫৫	২,৪২,৯৭২.১৪	৩,৭০৩.৪১ (মুনাফা)

পরিকল্পনা বিভাগ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে পরিকল্পনা বিভাগ সংস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক বিভাগ, যা সংস্থার পক্ষে যাবতীয় পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। পর্যটকদের মানসম্মত সেবা প্রদান ও আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি করতে দেশের পর্যটন শিল্পের ভৌত অবকাঠামো, পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণের লক্ষ্যে এই বিভাগ পরিকল্পনা করে থাকে। এ ছাড়া পরিকল্পনা বিভাগ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পর্যটন খাতের জন্য প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ উন্নয়নে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। অত্র বিভাগ নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করে থাকে :

- পর্যটন প্রকল্প গ্রহণ, সমীক্ষা, যাচাই, মূল্যায়ন, ADB, RADP তে প্রকল্প অন্তর্ভুক্তি, DPP প্রণয়ন, প্রকল্পের নকশা, ভূমি অধিগ্রহণ বা ক্রয়, প্রকল্প অনুমোদন, ব্যয় প্রাক্কলন ও অর্থছাড় করণসহ সব ধাপের কার্যক্রম;
- বৈদেশিক যোগাযোগ, লিয়াঁজো, বৈদেশিক সংস্থাসমূহের প্রস্তাব ও সুপারিশ বাস্তবায়ন;
- সংস্থার অধীনস্থ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই) কে সহযোগিতা ও এর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং সংস্থার নিজস্ব জনবলের প্রশিক্ষণের আয়োজন;
- জাতীয় সংসদে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত পর্যটন বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রশ্নোত্তর তৈরি, প্রেরণ ও সংসদীয় সভার কার্যপত্র প্রস্তুতকরণ;
- প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, বিডা, পিপিপি, ইআরডি ও গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাসমূহের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা এবং গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা;
- সংস্থার স্থাবর সম্পদ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্নকরণ।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ :

০১. সার্বিক কর্মকাণ্ড ও উল্লেখযোগ্য অর্জন:

সরকারি পর্যটন সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের পরিকল্পিত উন্নয়ন ও বিকাশ, পর্যটন সম্ভাবনাময় স্থানসমূহের অবকাঠামো ও পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন, পর্যটন শিল্পে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা, পর্যটকদের মানসম্মত সেবা প্রদান, বিদেশে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা ও এ শিল্পের বিভিন্ন অঙ্গনে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানে পর্যটন অবকাঠামো ও অন্যান্য সুবিধাদি তৈরির জন্য গত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক ২০৬.৩৯ কোটি টাকা প্রাক্কলনে ০৫টি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নাধীন ছিল। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) অনুযায়ী ১৫.১১ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১১.৭৮ কোটি টাকা। এডিপি বাস্তবায়ন হার ৭৮%। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ‘দেশের অভ্যন্তরে পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকায় ট্যুর পরিচালনার লক্ষ্যে ট্যুরিস্ট কোচ সংগ্রহ (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের অধীন ট্যুরিস্ট কোচ সংগ্রহের লক্ষ্যে পর পর ৩ বার দরপত্র আহ্বান করার পরেও কোনো প্রতিষ্ঠান দরপ্রস্তাব দাখিল না করায় এবং বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান চলমান অর্থনৈতিক মন্দার কারনে দেশের অর্থনীতিকে সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব হতে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত করা হয়। অবশিষ্ট ৪টি প্রকল্প চলমান আছে।

০২.২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের বিবরণ:

- ◆ 'চট্টগ্রামের পারকিতে পর্যটন সুবিধা প্রবর্তন (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি ৭১.২৫ কোটি টাকা প্রাক্কলনে অধিগ্রহণকৃত ১৩.৩৬ একর জমির উপর ১০টি সিংগেল ও ০৪টি ডুপ্লেক্স কটেজ, অভ্যর্থনা লাউঞ্জ, অফিস কক্ষ, ০৩ টি স্যুইট কক্ষ, ০৬টি ডিলার্স কক্ষ, ১২০ আসনের রেস্তোরাঁ, ১২০ আসনের কনভেনশন হল, ০২টি স্যুভেনির শপ এবং লিফট সুবিধা সম্বলিত ০১টি মাল্টিপারপাস ভবন, ১৬টি ডিলার্স কক্ষ, ১২টি স্টাফ কক্ষ ও ১২টি ড্রাইভার কক্ষ সম্বলিত ১টি সার্ভিস ভবন, ২টি পিকনিক শেড, ৬০টি কার পার্কিং সুবিধা, কৃত্রিম লেক, প্রায় ২৭০০ বৃক্ষরোপণ এবং ল্যান্ডস্কেপিং ইত্যাদি নির্মাণ কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ৩০ জুন ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে ৫৫.৫৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৭৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮২%। প্রকল্পের যাবতীয় কাজ ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে।



চট্টগ্রামস্থ পারকিতে নির্মাণাধীন কটেজের থ্রিডি ভিউ ও বর্তমান ভিউ

- ◆ 'নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও নিব্বুম দ্বীপে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি ৪৯.৩৪ কোটি টাকা প্রাক্কলনে নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। এই প্রকল্পের অধীন হাতিয়া ও নিব্বুম দ্বীপে আবাসন, ক্যাটারিং সুবিধাদি সৃষ্টির লক্ষ্যে ডেলিগেট ওয়ার্কের অধীন গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। ৩০ জুন ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে ৭.৮৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ১৫.৮৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১৬%। সর্বশেষ অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের যাবতীয় কাজ ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে। তবে প্রকল্পের মেয়াদকাল জুন ২০২৯ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব আইএমইডিতে প্রক্রিয়াধীন আছে।

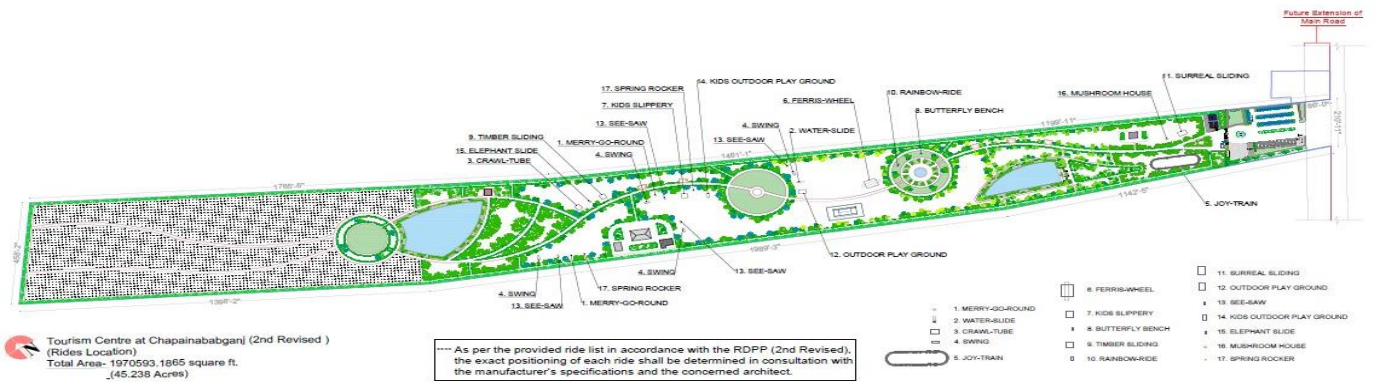


নিব্বুম দ্বীপ প্রকল্পের ড্রইং

- ◆ “চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ২য় মহানন্দা সেতু সংলগ্ন এলাকায় পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটি ২৫.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলনে বাস্তবায়নাধীন আছে। এ প্রকল্পের অধীন ২য় মহানন্দা ব্রিজ সংলগ্ন স্থানে বন্দোবস্তকৃত ৪৪.৫১ একর জমির উপর ক্যাটারিং, পিকনিক শেড, আমবাগান, অ্যামিউজমেন্ট সুবিধাদি সৃষ্টি ইত্যাদি কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ডেলিগেট ওয়ার্কের অধীন গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। ৩০ জুন ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে ১২.১০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৫৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬০%। এ প্রকল্পের যাবতীয় কাজ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে।



মহানন্দা পর্যটন কেন্দ্রের প্রিভি ভিউ



মহানন্দা পর্যটন কেন্দ্রের ড্রইং

- ◆ “পঞ্চগড়ে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি ৪৪.৮৪ কোটি টাকা প্রাক্কলনে বাস্তবায়নাধীন আছে। এই প্রকল্পে ৪টি ভিআইপি কক্ষ, ২৮টি ডিলাক্স কক্ষ, রেস্তোরাঁ, মাল্টিপারপাস হল, কনফারেন্স হল, সুইমিংপুল, ২২টি গাড়ি পার্কিং সুবিধাসহ আনুষঙ্গিক পর্যটন সুবিধাদি সম্বলিত একটি হোটেল নির্মাণ করা হবে। ৩০ জুন ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে ০.১০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ০.১৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ০%। এ প্রকল্পের যাবতীয় কাজ জুন ২০২৫ এর মধ্যে সমাপ্ত হবার কথা থাকলেও প্রকল্পটির মেয়াদ বর্ধিত করার সম্ভাবনা রয়েছে।



পঞ্চগড়ে পর্যটন কেন্দ্র প্রকল্পের ফ্রন্ট ভিউ প্রিভি ডিজাইন



পঞ্চগড়ে পর্যটন কেন্দ্র প্রকল্পের সুইমিং পুলের ভিউ থ্রিডি ডিজাইন

১. প্রশিক্ষণ:

পিটিএস বিভাগের মাধ্যমে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে নিজস্ব অর্থায়নে বাপক-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে :

১. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা (প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি;
২. নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি;
৩. পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে করণীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি;
৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি;
৫. তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি;
৬. সাইবার সিকিউরিটি, অটোমেশন ও ডিজিটাইজেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি;
৭. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি;
৮. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি;
৯. টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট: পর্যটন খাতের সংশ্লিষ্টতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি;
১০. Stress Management: Causes, Consequences and Remedies বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি;
১১. বাপক ইউনিট ব্যবস্থাপকদের দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।

২. এস্টেট শাখা

- বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক)-এর বিদ্যমান ভূসম্পত্তির পরিমাণ ৩৯৯.৭২৭৮ একর। এস্টেট শাখার একটি কম্পোজকৃত ম্যানুয়াল বইয়ের মাধ্যমে সংস্থার মালিকানাধীন জমির তথ্যাদি সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনে হালনাগাদ করা হয়;
- ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে এস্টেট শাখার মাধ্যমে পর্যটন ভবনের হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ ১৩ (তেরো) লক্ষ টাকা, মহাখালীস্থ ডিএফও ভবনের হোল্ডিং ট্যাক্স ২৫% মওকুফ করে ১৯ লক্ষ (বিগত ৩ বছরের) টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়া আগারগাঁওস্থ পর্যটন ভবনে অবস্থিত ৩টি ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠান, মহাখালীস্থ ডিএফও ভবনের ৩টি ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠান, সিলেটে সংস্থার জমিতে অবস্থিত মোবাইল ফোন কোম্পানির টাওয়ার, সাবমেরিন ক্যাবল এবং ৪টি সেবা কেন্দ্র হতে ভাড়া বাবদ প্রায় ১.০০ কোটি টাকা আয় হয়েছে। এছাড়াও, এস্টেট শাখা হতে সংস্থার জন্য জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম এবং প্রতি বছর ভূমি উন্নয়ন করসহ ভূমিসংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়।

৩. বাপক এর ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০২৬-২০৩৫):

স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা (২০২৬ - ২০২৮):

- মহাখালীস্থ ডিএফও ভবনের স্থলে বহুতল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা;
- বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের বিদ্যমান ১২টি হোটেল ও মোটেলের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ;
- চট্টগ্রামস্থ পারকি প্রকল্পটি বাণিজ্যিকভাবে চালু করা;
- কক্সবাজারস্থ মোটেল উপল ও প্রবাল কমপাউন্ডে বহুমাত্রিক পর্যটন সুবিধাদি সৃজনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা;
- কক্সবাজারস্থ পর্যটন মোটেল লাভণীর স্থলে অ্যাপ্লিকেশন হোটেলসহ আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন;
- কক্সবাজারস্থ হোটেল শৈবালের জমিতে পিপিপি'র আওতায় আন্তর্জাতিকমানের পর্যটন সুবিধাদি স্থাপনে ট্রানজেকশন এ্যাডভাইজার নিয়োগের মাধ্যমে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা;
- খুলনা ও বরিশালে বাপক এর অব্যবহৃত জমিতে ইকো-ট্যুরিজম বিকাশের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা;
- লালমনিরহাট, বাগেরহাট (শরণখোলা), মৌলভীবাজার ও শেরপুর জেলায় পর্যটন উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা;
- নৌ (হাওর/নদী/সমুদ্রকেন্দ্রিক) পর্যটন উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা;
- বাপক-এর লোকসানী ইউনিটসমূহকে লাভের ধারায় ফিরিয়ে আনতে যথাযথ মনিটরিংসহ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ;
- সালনা পিকনিক স্পট ও রিসোর্টে সুইমিং পুল স্থাপন;
- রাঙামাটিতে পর্যটন সুবিধাদি বৃদ্ধিসহ বুলন্ত ব্রিজ পুনঃ নির্মাণ;
- ওটিএ প্ল্যাটফর্মসমূহের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী অনলাইন বুকিং সিস্টেমে যুক্ত হওয়া।

মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা (২০২৯-২০৩১):

- বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর বিদ্যমান ১২ (বার)টি স্থাপনার আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ;
- মহাখালীস্থ ডিএফও ভবনের স্থলে বহুতল ভবন নির্মাণ;
- সংস্থার পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, রাঙ্গামাটিস্থ বুলন্ত সেতুটি আধুনিক ও নান্দনিক নকশায় নতুন আদলে নির্মাণ;
- কক্সবাজারস্থ বাপক এর হোটেল শৈবালের জমিতে পিপিপি'র আওতায় আন্তর্জাতিকমানের পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন;
- বগুড়াস্থ বাপক-এর নিজস্ব জমিতে ৫-তারকামানের রিসোর্ট নির্মাণ;
- কক্সবাজারস্থ পর্যটন মোটেল লাভণীর স্থলে অ্যাপ্লিকেশন হোটেলসহ আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন;
- মোংলাস্থ পর্যটন হোটেল পশুরের খালি জমিতে ইকো-ট্যুরিজম সুবিধাদির প্রবর্তন;
- বরিশালের বিআইডব্লিউটিএ হতে লিজে প্রাপ্ত ১ একর জমিতে আন্তর্জাতিকমানের পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন;
- খুলনার মুজগুনীতে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ;
- পাবনার নগরবাড়ীতে বাপক-এর নিজস্ব জমিতে নৌভিত্তিক পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ;
- চাঁদপুরের ষাটনলে নদীভিত্তিক পর্যটন সম্প্রসারণ ও বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন;
- বাপক-এর ক্রমাগত অলাভজনক ইউনিটগুলোর যথাযথ প্রক্রিয়ায় লিজ প্রদান।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা (২০৩২-২০৩৫):

- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাপক-এর খালি জমিতে বহুমুখী পর্যটন সুবিধাদির প্রবর্তন;
- সুনামগঞ্জ জেলার বারেকের টিলায় পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি;
- চাঁদপুর জেলার ষাটনলে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ;
- সাতক্ষীরার সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি;
- কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি;
- খুলনার মুজগুনীতে বাপক-এর নিজস্ব জমিতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ ৫-তারকামানের হোটেল নির্মাণ;
- ময়মনসিংহে পর্যটন সুবিধাদির প্রবর্তন;
- ঢাকার মহাখালীতে বাপক-এর নিজস্ব জমিতে বহুতলবিশিষ্ট বহুমাত্রিক পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ;
- কক্সবাজারের খুরুশকুলে ৯৫ একর জমিতে ওয়াচ টাওয়ারসহ আন্তর্জাতিকমানের পর্যটন জোন স্থাপন;
- টেকনাফস্থ হোটেল নেটং-এর জায়গায় আন্তর্জাতিকমানের পর্যটন সুবিধাদিসহ বহুতল ভবন নির্মাণ;
- পর্যটন মোটেল সিলেটের জায়গায় ৫-তারকামানের হোটেলসহ বিনোদন পার্ক নির্মাণ;
- দেশের বিভিন্ন পর্যটন গন্তব্যে নতুন পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়নে নতুন পর্যটন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

বাণিজ্যিক বিভাগ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এর মূল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় বাণিজ্যিক বিভাগ থেকে। অধীনস্থ ইউনিটসমূহের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ইউনিটের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা এ বিভাগ থেকে প্রদান করা হয়ে থাকে। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ৭টি ইউনিট নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এর অধীনে মোট ইউনিটের সংখ্যা মোট ৫৪টি। এর মধ্যে রয়েছে হোটেল, মোটেল, রেস্টোরাঁ, বার, পিকনিক স্পট, ইত্যাদি।

একনজরে বাপক এর বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহ:

☐ মোট বাণিজ্যিক ইউনিট/স্থাপনার সংখ্যা	:	৫৪ টি
☐ রেস্টোরাঁসহ আবাসিক হোটেল/মোটেলের সংখ্যা	:	২৭ টি
☐ আবাসিক ব্যতীত রেস্টোরাঁর সংখ্যা	:	০৮ টি
☐ মোট আবাসিক শয্যা সংখ্যা	:	১৮৮৩ টি
☐ রেস্টোরাঁর মোট আসন সংখ্যা	:	১৯৭৪ টি
☐ পিকনিক স্পট (চন্দ্রা পিকনিক স্পট)	:	০১ টি
☐ বিশেষ ধরনের ইউনিট (এনএইচটিটিআই, ডিএফও, রেন্ট-এ-কার, সুইমিং পুল)	:	০৪ টি
☐ বার	:	১১ টি
☐ এমিউজমেন্ট পার্ক	:	০২ টি
☐ কটেজ	:	০১ টি

বাপক এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ইউনিটের তালিকা

ইউনিটসমূহের নাম	ইউনিটসমূহের নাম
হোটেল অবকাশ, মহাখালী, ঢাকা	পর্যটন মোটেল, সিলেট
হোটেল শৈবাল, কক্সবাজার	জাফলং মোটেল, সিলেট
মোটেল প্রবাল, কক্সবাজার	মাধবকুন্ড রেস্টোরাঁ, মৌলভীবাজার
মোটেল উপল, কক্সবাজার	পর্যটন মোটেল, দিনাজপুর
মোটেল লাবণী, কক্সবাজার	পর্যটন মোটেল, রংপুর
হোটেল নেটং, টেকনাফ	পর্যটন মোটেল, রাজশাহী
পর্যটন মোটেল, বান্দরবান পার্বত্য জেলা	পর্যটন মোটেল, সোনামসজিদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা	পর্যটন মোটেল, বগুড়া
পর্যটন মোটেল, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	পর্যটন মোটেল, বেনাপোল
হোটেল সৈকত, চট্টগ্রাম	হোটেল পশুর, মংলা
হোটেল মধুমতি, টুংগীপাড়া	পর্যটন কেন্দ্র, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ
পর্যটন হলিডে হোমস ও ইয়ুথ ইন্, কুয়াকাটা	আদর্শনগর পর্যটন কেন্দ্র, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা
জয় রেস্টোরাঁ, সাভার, ঢাকা	গলফ বার, হোটেল শৈবাল, কক্সবাজার

ইউনিটসমূহের নাম	ইউনিটসমূহের নাম
এক্সিকিউটিভ ক্যাফেটেরিয়া, বাংলাদেশ সচিবালয়	ডিউটি ফ্রি অপারেশন, মহাখালী, ঢাকা
সংসদ ভিআইপি ক্যাফেটেরিয়া, জাতীয় সংসদ সচিবালয়	এনএইচটিটিআই, মহাখালী, ঢাকা
ময়ূরী ও ঈগল রেস্টোরাঁ, জাতীয় চিড়িয়াখানা, মিরপুর, ঢাকা	রেন্ট-এ-কার ও ট্যুরস বিভাগ, মহাখালী, ঢাকা
সাগরদাঁড়ি পর্যটন কেন্দ্র, কেশবপুর, যশোর	সুইমিং পুল ও কনভেনশন সেন্টার, কক্সবাজার
পর্যটন মোটেল, মুজিবনগর, মেহেরপুর	চিলড্রেন্স এমিউজমেন্ট পার্ক, সিলেট
পর্যটন রেস্টোরাঁ, কান্তজিউ মন্দির, কাহারোল, দিনাজপুর	সালনা রিসোর্ট এন্ড পিকনিক স্পট, গাজীপুর
রুফটপ রেস্টোরাঁ, পর্যটন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা	বারদি পর্যটন কেন্দ্র, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বাপক এর বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহ:

ইউনিটসমূহের নাম	ইউনিটসমূহের নাম
সাকুরা রেস্টোরাঁ ও বার, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা	রাজশাহী বার, রাজশাহী মোটেল, রাজশাহী
রুচিতা রেস্টোরাঁ ও বার, মহাখালী, ঢাকা	বগুড়া বার, বগুড়া মোটেল, বগুড়া
মেরী এন্ডারসন ভাসমান বার, পাগলা, নারায়ণগঞ্জ	মংলা বার, হোটেল পশুর, মংলা
চট্টগ্রাম বার, মোটেল সৈকত, স্টেশন রোড, চট্টগ্রাম	ফয়'স লেক, চট্টগ্রাম
রাঙামাটি বার, পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, রাঙামাটি	পিকনিক স্পট, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর
সিলেট বার, সিলেট মোটেল, সিলেট	কটেজ ও রেস্টোরাঁ, টেকেরঘাট, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাগেরহাটে একটি মোটেল অর্থাৎ ১টি বাণিজ্যিক ইউনিটের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

বিশেষায়িত ইউনিটসমূহ

০১.ন্যাশনাল হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই) এর কার্যক্রম (২০২৪-২০২৫)

পর্যটন ও হোটেল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ন্যাশনাল হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (NHTTI) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি তার কার্যক্রম শুরুর পর থেকে অদ্যাবধি প্রায় ৫৫,০০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে পর্যটন ও হোটেল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই দক্ষ জনবলের অধিকাংশই বর্তমানে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন হোটেল, মোটেল, রেস্টোরাঁ, গেস্ট হাউজ, রিসোর্ট, ট্রাভেল এজেন্সি, এয়ারলাইন্সসহ বিভিন্ন পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের বিবরণ:

NHTTI কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ নিয়মিতভাবে দুই শিফটে (সকাল ও বিকাল) পরিচালনা করা হচ্ছে:

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	কোর্সের মেয়াদকাল
১	ডিপ্লোমা ইন হোটেল ম্যানেজমেন্ট	২ বছর
২	ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট	১ বছর
৩	ডিপ্লোমা ইন কালিনারী আর্টস এ্যান্ড ক্যাটারিং ম্যানেজমেন্ট	১ বছর
৪	প্রফেশনাল শেফ কোর্স	১ বছর
৫	প্রফেশনাল বেকিং কোর্স	১ বছর
৬	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ফ্রন্ট অফিস এ্যান্ড সেক্রেটারিয়াল অপারেশনস	১৮ সপ্তাহ
৭	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ফুড এ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন	১৮ সপ্তাহ
৮	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ফুড এ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস	১৮ সপ্তাহ
৯	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন হাইজকিপিং এ্যান্ড লব্ধি অপারেশন	১৮ সপ্তাহ
১০	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন বেকারী এ্যান্ড পেস্ট্রি প্রোডাকশন	১৮ সপ্তাহ
১১	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ট্রাভেল এজেন্সি এ্যান্ড ট্যুর অপারেশন	১৮ সপ্তাহ
১২	ফুড হাইজিন এ্যান্ড স্যানিটেশন (শুধুমাত্র শুক্র ও শনিবার)	৩ সপ্তাহ
১৩	নন এ্যালকোহলিক বেভারেজ প্রোডাকশন	২ সপ্তাহ

এনএইচটিটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা:

ক্রম	কোর্সের নাম	মাসের নাম	ছাত্র সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা	মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা
০১	ডিপ্লোমা ইন হোটেল ম্যানেজমেন্ট (২ বছর) ৩য় সেমিস্টার	জানুয়ারি ২৪	৭৪	১২	৮৬
০২	এনসিসি কোর্স (১৮ সপ্তাহ)	অক্টোবর ২৪	২৩২	৩৭	২৬৯
০৩	স্পেশাল কোর্স অন ফুড হাইজিন এন্ড স্যানিটেশন (৬ দিন)	নভেম্বর ২৪	৬৫	১৯	৮৪
০৪	ডিপ্লোমা ইন হোটেল ম্যানেজমেন্ট (২ বছর)	জানুয়ারি ২৫	৬৭	১৫	৮২
০৫	ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট (১ বছর)	জানুয়ারি ২৫	২০	০৩	২৩
০৬	প্রফেশনাল শেফ কোর্স (১ বছর)	জানুয়ারি ২৫	৯০	১৪	১০৪
০৭	প্রফেশনাল বেকিং কোর্স (১ বছর)	জানুয়ারি ২৫	১৩	০৭	২০
০৮	ডিপ্লোমা ইন কালিনারি এন্ড ক্যাটারিং ম্যানেজমেন্ট (১ বছর)	জানুয়ারি ২৫	৮১	২২	১০৩
০৯	স্পেশাল শর্ট কোর্স অন নন-অ্যালকোহলিক বেভারেজ (৪ দিন)	জানুয়ারি ২৫	২২	১০	৩২
১০	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স (১৮ সপ্তাহ)	ফেব্রুয়ারি ২৫	২৩৪	৬৫	২৯৯
১১	স্পেশাল কোর্স অন ফুড হাইজিন এন্ড স্যানিটেশন (৬ দিন)	এপ্রিল ২৫	৫৮	২০	৭৮
১২	স্পেশাল শর্ট কোর্স অন নন-অ্যালকোহলিক বেভারেজ (৪ দিন)	এপ্রিল ২৫	২৬	১১	৩৭
১৩	স্পেশাল কোর্স অন ফুড হাইজিন এন্ড স্যানিটেশন (৬ দিন)	মে ২৫	৩৪	১০	৪৪
১৪	এনসিসি (১৮ সপ্তাহ)	জুন ২৫	২৬২	৪৬	৩০৮
মোট			১২৭৮	২৯১	১৫৬৯

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি দপ্তরসমূহের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মচারীদের সংখ্যা:

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	মাসের নাম	পুরুষ সংখ্যা	নারী সংখ্যা	মোট পুরুষ/ নারী
০১	স্পেশাল কোর্স অন টিজিটিএ (ট্যুর গাইডিং কাজের ধরণ ও কৌশল), এফবিএস (খাবার পরিবেশন, টেবিল সেট-আপ), এইচকেএল (হাউজ কিপিং এর সাধারণ ধারণা ও গুরুত্ব), দুর্গাসাগর, বরিশাল জেলা সার্কিট হাউজ। (২ দিনব্যাপী)	আগস্ট '২৪	৪৭	০৩	৫০
০২	স্পেশাল কোর্স অন ফুড এন্ড বেভারেজ প্রোডাকশন ও ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিস, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী। (৫ দিনব্যাপী)	অক্টোবর '২৪	২৩	০	২৩
০৩	স্পেশাল শর্ট কোর্স অন ফুড এ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস (আপ্যায়ন ও খাবার পরিবেশন সম্পর্কিত), দুদক, প্রধান কার্যালয় ঢাকা। (২ দিনব্যাপী)	জানুয়ারি '২৫	৪৬	০৪	৫০
০৪	স্পেশাল শর্ট কোর্স অন ফুড সার্ভিস (খাবার পরিবেশন), হাউজকিপিং (ভিআইপি অভ্যর্থনা) ও প্রোডাকশন (খাদ্য প্রস্তুতকরণ), কুমিল্লা, সার্কিট হাউজ। (৫ দিনব্যাপী)	ফেব্রুয়ারি '২৫	৫০	০	৫০
০৫	স্পেশাল শর্ট কোর্স অন ফুড এ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়। (দিনব্যাপী)	ফেব্রুয়ারি '২৫	৩৫	০৯	৪৪
০৬	স্পেশাল শর্ট কোর্স অন ফুড এ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। (দিনব্যাপী)	মার্চ '২৫	৪৭	০৫	৫২
০৭	স্পেশাল শর্ট কোর্স অন ফুড এ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস (টেবিল ডেকোরেশন, খাবার সার্ভিসিং ও সংশ্লিষ্ট টেবিল ম্যানার), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (২ দিনব্যাপী)	এপ্রিল '২৫	৩৬	০৬	৪২
০৮	স্পেশাল শর্ট কোর্স অন ফুড এ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস (অফিস ব্যবস্থা ও সেবা প্রদান), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। (১ দিনব্যাপী)	এপ্রিল '২৫	৩৩	০৭	৪০
০৯	স্পেশাল শর্ট কোর্স অন ফুড এ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। (দিনব্যাপী)	মে '২৫	৩৫	০৩	৩৮
১০	স্পেশাল শর্ট কোর্স অন ফুড এ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। (দিনব্যাপী)	মে '২৫	৩৪	০৩	৩৭
১১	দাপ্তরিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং হাইজিন এর উপর স্পেশাল শর্ট কোর্স, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। (দিনব্যাপী)	মে '২৫	২৪	০৫	২৯
১২	স্পেশাল শর্ট কোর্স অন ফুড এ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ইওউঅ	মে '২৫	১৯	০	১৯
১৩	স্পেশাল শর্ট কোর্স অন ফুড এ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, গণভবন, ঢাকা। (দিনব্যাপী)	মে '২৫	৫৪	১০	৬৪
মোট			৪৮৩	৫৫	৫৩৮

এনএইচটিটিআই কর্তৃক পরিচালিত স্পেশাল কোর্স সমূহের প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা:

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	মাসের নাম	পুরুষ সংখ্যা	নারী সংখ্যা	মোট পুরুষ /নারী
০১	স্পেশাল শর্ট কোর্স অন হাউজকিপিং সেপ্টেম্বর (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ৬ দিন)	আগস্ট'২৪	০৯	০১	১০
০২	স্পেশাল কোর্স অন কুক থাই ট্রেনিং প্রোগ্রাম। (২ দিনব্যাপী)	সেপ্টেম্বর'২৪	৩২	১৮	৫০
০৩	স্পেশাল শর্ট কোর্স অন সিঙ্গাপুর কুकिং ট্রেনিং কোর্স	জুন'২০২৫	১১	০৯	২০
মোট			৫২	২৮	৮০

বাপক-এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অন দ্যা জব ট্রেনিং প্রাপ্ত পুরুষ/ নারী সংখ্যা:

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	মাসের নাম	পুরুষ সংখ্যা	নারী সংখ্যা	মোট পুরুষ /নারী
০১	স্পেশাল শর্ট কোর্স (অন দি জব ট্রেনিং), বাপক-এর ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ, ঢাকা (৩ দিন)	মার্চ '২৫	৭২	১১	৮৩
০২	স্পেশাল শর্ট কোর্স (অন দি জব ট্রেনিং), বাপক-এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ, কক্সবাজারের ইউনিটসমূহ (৩ দিন)	মে '২৫	৮৫	০৫	৯০
০৩	স্পেশাল শর্ট কোর্স (অন দি জব ট্রেনিং), বাপক-এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ, চট্টগ্রামের ইউনিটসমূহ। (৩ দিন)	মে '২৫	৫৬	০১	৫৭
মোট			২১৩	১৭	২৩০

এনএইচটিটিআই-এর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা:

ক্রম	কোর্সের নাম	পুরুষ সংখ্যা	নারী সংখ্যা	মোট পুরুষ/নারী
০১	এনএইচটিটিআই-এ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	১২৭৮	২৯১	১৫৬৯
০২	বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি দপ্তরসমূহের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মচারীদের সংখ্যা	৪৮৩	৫৫	৫৩৮
০৩	এনএইচটিটিআই কর্তৃক পরিচালিত স্পেশাল কোর্সসমূহের প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা	৫২	২৮	৮০
০৪	বাপক-এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অন দ্যা জব ট্রেনিং প্রাপ্ত পুরুষ/ নারী সংখ্যা	২১৩	১৭	২৩০
সর্বমোট		২০২৬	৩৯১	২৪১৭

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে এনএইচটিটিআই-এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ:

- ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে এনএইচটিটিআই-এ পরিচালিত বিভিন্ন কোর্সসহ সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সর্বমোট ২৪১৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- DHM এবং DTHM এর সিলেবাস Upgrade করা হয়েছে। Hotel IT Software এর মাধ্যমে যুগোপযোগী ও মানসম্মত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হয়েছে;
- Computer Lab সংস্কার পূর্বক পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে;
- শ্রেণীকক্ষ মনিটরিং ও প্রতিষ্ঠানের অস্থাবর সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে NHTTI এর সকল শ্রেণীকক্ষ এবং লবি CCTV Camera এর আওতায় আনা হয়েছে;

- বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও তারকা মানের হোটেলে কর্মরত দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের নিয়ে Resource Person এর প্যানেল তৈরি করে তাদেরকে ক্লাসে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের মান উন্নত করা হয়েছে। ফলে প্রশিক্ষণার্থীগণ অধিকতর জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ পেয়েছে;
- বিভিন্ন হোটেল মোটেল ও রিসোর্টের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের Industrial Attachment প্রদানের গতিশীলতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ১০৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন হোটেল, মোটেল ও রিসোর্টে Industrial Attachment- এ প্রেরণ করা হয়েছে;
- এনএইচটিটিআই এর প্রশিক্ষণার্থীদের Industrial Attachment প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে এ সম্পর্কিত সমঝোতা স্মারক চুক্তি (MoU) স্বাক্ষর সম্পাদন করা হয়েছে;
- বাপক এর ঢাকাস্থ ইউনিটসহ চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারস্থ ইউনিটসমূহের কর্মচারীদের জন্য On the Job Training সম্পন্ন করা হয়েছে;
- থাই, সিংগাপুর ও কানাডিয়ান দূতাবাসের সহায়তায় এনএইচটিটিআই এর প্রশিক্ষণার্থীদের মাধ্যমে Inhouse foreign training এর ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ সচিবালয়, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন ও এনএসআইসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তর সমূহের কর্মকর্তা কর্মচারীদের Table Manner and Etiquette এবং সেবা ও আপ্যায়ণ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- সেবা সম্পর্কিত মন্তব্য ও পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে সেবাবক্স প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
- কর্মকর্তা কর্মচারীদের যথাসময়ে উপস্থিত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Digital হাজিরা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- NHTTI এর জন্য ব্রোশিউর নতুন আঙ্গিকে পুনঃমুদ্রণ করা হয়েছে;
- NHTTI এর মানসম্মত প্রশিক্ষণ সার্বক্ষণিক প্রচারের লক্ষ্যে লবিতে LED Monitor স্থাপন করা হয়েছে;
- NHTTI এর সকল course এর পরীক্ষার ফলাফল যথাসময়ে প্রকাশ করা হয়েছে;
- NHTTI এর Website Development এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- প্রচার ও বিপণন ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে পিঠা উৎসব/ উদ্যোক্তা মেলায় আয়োজন করা হয়েছে;
- ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের তুলনায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ৮৩,৭০,০০০.০০(তিরিশ লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা বেশি আয় হয় এবং ৪৩,৬৫,০০০.০০(তেতাল্লিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) টাকা অপারেটিং লাভ হিসেবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এনএইচটিটিআই এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ভবিষ্যৎ প্রস্তাবনা

১. এনএইচটিটিআই-এ Integrated Education Management System (IEMS) Software/Module সংযোজন কাজ বাস্তবায়ন করা;
২. এনএইচটিটিআই এর প্রশিক্ষকদেরকে পর্যটন শিল্পে উন্নত দেশে প্রেরণের নিমিত্ত Training of Trainers (ToT) এর ব্যবস্থা করা;
৩. এনএইচটিটিআই এর প্রশিক্ষণার্থীদের উন্নত বিশ্ব হতে জ্ঞান অর্জনের জন্য Foreign Exchange Program এর ব্যবস্থা করা;
৪. কক্সবাজারে একটি অ্যাপ্লিকেশন হোটেলসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ট্রেনিং ইন্সটিটিউট স্থাপন করা;
৫. সকল বিভাগীয় শহরে স্যাটেলাইট ট্রেনিং ইন্সটিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
৬. সকল জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত সার্কিট হাউস সমূহের ক্যাটারিং-এ কর্মরত কর্মচারীদেরকে এনএইচটিটিআই-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
৭. এনএইচটিটিআই-এর কম্পিউটার ল্যাব upgrade করা।



চেয়ারম্যান, বাপক-এর সাথে এনএইচটিটিআই এর প্রশিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ



বিদেশী অতিথিদের সাথে প্রশিক্ষকবৃন্দ



ইন্টারন্যাশনাল শেফ ডে উদযাপন



সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান



এনএইচটিটিআই প্রশিক্ষার্থী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খাদ্য প্রদর্শনী



২. ডিউটি ফ্রি অপারেশনস বিভাগের কার্যক্রম

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীনে বিদেশগামী যাত্রীদের জন্য ১৯৭৫ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তেজগাঁও বিমানবন্দরে প্রথম শুদ্ধমুক্ত বিপণী স্থাপন করা হয়। ১৯৮০ সালে তৎকালীন জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (বর্তমানে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর) চালু হওয়ার পর বাণিজ্যিক প্রসারের প্রেক্ষিতে পর্যায়ক্রমে বিমানবন্দরের আগমন, বহির্গমন, ট্রানজিট লাউঞ্জে পৃথক পৃথকভাবে তিনটি বিপণী স্থাপন করা হয় এবং একই বিমানবন্দরে বহির্গমন ও ট্রানজিট যাত্রীসহ ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষমাণ যাত্রীদের জলযোগের সুবিধার্থে ২টি স্ন্যাকস কর্নার চালু করা হয়। সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের জন্য ১৯৯০ সালে একটি শুদ্ধমুক্ত বিপণী (আগমন), এবং পরবর্তীতে ২০০৪ সালে শুদ্ধমুক্ত বিপণী (বহির্গমন) চালু করা হয়। চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ০৭ আগস্ট ২০০৩ তারিখে শুদ্ধমুক্ত বিপণী (বহির্গমন) চালু করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত বিমানবন্দরে শুদ্ধমুক্ত বিপণী (আগমন) চালু করা হয়। এছাড়া, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্মরত বিদেশি কর্মীদের সেবা প্রদানের জন্য গ্রিন সিটিতে স্থাপিত পর্যটন বার ও রেস্তোরাঁটি ০১ নভেম্বর ২০২১ তারিখ থেকে বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে।



বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক পরিচালিত শুদ্ধমুক্ত বিপণী, স্ন্যাকস কর্নার, পর্যটন বার ও রেস্তোরাঁর বিবরণ :

পর্যটন সুবিধাদির নাম	সংখ্যা	অবস্থান
শুদ্ধমুক্ত বিপণী	০৭ টি	১) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ০৩টি (আগমন, বহির্গমন ও ট্রানজিট) ২) শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ০২টি (আগমন ও বহির্গমন) ৩) ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ০২টি (আগমন ও বহির্গমন)
স্ন্যাকস ও ড্রিংকস কর্নার	০৫ টি	১) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ০২টি ২) শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ০৩টি
কফি শপ	০১ টি	১) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ০১টি (বহির্গমন)
সুইটস কর্নার	০১ টি	১) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ০১টি (বহির্গমন)
বার ও রেস্তোরাঁ	০১ টি	১) রূপপুরস্থ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ২০০ আসনের রেস্তোরাঁ ও বার

শুদ্ধমুক্ত বিপণিতে বিক্রয়যোগ্য মালামালের বিবরণ :

আমদানিকৃত পণ্য: বিদেশ হতে আমদানিকৃত বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সিগারেট, হুইস্কি, ভদকা, রাম, জিন, ওয়াইন, বিয়ার, বিভিন্ন ধরনের চকলেট, সানগ্লাস, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের পারফিউম, আফটার শেভ লোশন, গুড়ো দুধ, ফ্লেভার ড্রিংকস, কসমেটিকস, টয়লেট্রিজ, ওয়াশিং সামগ্রী ইত্যাদি।

স্থানীয় পণ্য: মুক্তার তৈরি অলংকার, সিল্ক শাড়ি, জামদানি শাড়ি, কাতান শাড়ি, টাঙ্গাইল তাঁতের শাড়ি, খদ্দেরের পোশাক, ফতুয়া, পাঞ্জাবি, সেলওয়ার-কামিজ, শাল, নকশি কাঁথা, নকশি করা বেডসিট, গ্রামীণ চেকের পোশাক, বিভিন্ন ধরনের

পাট ও চামড়াজাত পণ্য, মনোমুগ্ধকর বিভিন্ন ধরনের সুভেনির ও শো-পিস এবং হস্তশিল্পজাত পণ্য, তৈরি পোশাক সামগ্রী ইত্যাদি।

জন্মকৃত পণ্য: কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ও বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক জন্মকৃত মদ্য জাতীয় পণ্য ও সিগারেট সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করে বাপক-এর শুদ্ধমুক্ত বিপণীগুলোতে বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশগামী (বহির্গমন ও ট্রানজিট) যাত্রীদের নিকট বিক্রয় করা হয়ে থাকে।

ডিউটি ফ্রি অপারেশনস এর কার্যক্রমসমূহ :

ডিউটি ফ্রি অপারেশনস ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ০৩টি, সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ০২টি ও চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ০২টি শুদ্ধমুক্ত বিপণীর মাধ্যমে বিদেশ হতে আগত ও বিদেশগামী যাত্রীদের নিকট শুদ্ধমুক্ত পণ্য বিক্রয় সেবা প্রদান করে চলেছে এবং এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে :

- দেশি-বিদেশি যাত্রীদের চাহিদা মোতাবেক দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থানীয় পণ্য/সুভেনির বিক্রয়;
- বিক্রয়যোগ্য পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা;
- আমদানিকৃত বন্ডেড পণ্য গুদামে সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের জন্য শুদ্ধমুক্ত বিপণিতে স্থানান্তর/সরবরাহ করা;
- ম্যাকস কর্নার/ড্রিংকস কর্নার এর মাধ্যমে বহির্গামী/ট্রানজিট যাত্রীদের আপ্যায়ন সেবা প্রদান;
- চাহিদা মোতাবেক বিপণীতে আগত যাত্রীদের ডিউটি ফ্রি পণ্যসহ অন্যান্য তথ্য সেবা প্রদান;
- যাত্রীদের চাহিদা অনুযায়ী বিপণীসমূহে নতুন নতুন আমদানিকৃত শুদ্ধমুক্ত পণ্য সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন করা;
- বিপণীসমূহে শুদ্ধমুক্ত পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে আমদানি পাইপ লাইন সচল রাখা;
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে সমন্বয় রেখে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ডলারের আমদানি প্রাপ্যতা সংগ্রহ করা;
- আমদানি প্রাপ্যতা অনুযায়ী বাৎসরিক আমদানি সংগ্রহ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
- আমদানি পরিকল্পনার অ্যালকোহলিক অংশ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হতে অনুমোদন করা;
- ডিউটি ফ্রি পণ্যের ক্রয় সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উত্থাপিত অভিযোগ তাৎক্ষণিকভাবে সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বিগত ০৩ (তিন) অর্থবছরের আয়-ব্যয় এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব বিবরণী (টাকায়):

অর্থবছর	মোট আয়	মোট ব্যয়	কর পূর্ব লাভ/ক্ষতি
২০২২-২৩	৪১,৮৬,১৯,৪০৫	৩৬,৬৯,৬৯,৬২৬	৫,১৬,৪৯,৭৭৯
২০২৩-২৪	৪৭,৮৬,৯৬,১০৯	৩৭,০৮,৯৬,৩৭৬	১০,৭৭,৯৯,৭৩৩
২০২৪-২৫	৬৩,৩২,১০,১২৯	৩৬,৫৯,৯২,৬৫৩	২৬,৭২,১৭,৪৭৬

৩. ভ্রমণ ও রেন্ট-এ-কার ইউনিট, ঢাকা



প্যাকেজ ট্যুরে ব্যবহৃত গাড়িসমূহ

প্যাকেজ ট্যুরে ব্যবহৃত গাড়িসমূহ

দেশি-বিদেশি পর্যটকদের প্যাকেজ ট্যুর ও মানসম্মত পরিবহন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ভ্রমণ ও রেন্ট-এ-কার ইউনিটের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। দেশে রেন্ট-এ-কার সুবিধা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের রেন্ট-এ-কার সার্ভিস পথিকৃৎ হিসাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। পর্যটন বর্ষের কার্যক্রমের আওতায় ৪টি ট্যুরিস্ট কোচ ও ৪টি মাইক্রোবাস ভ্রমণ ও রেন্ট-এ-কার ইউনিটে বাণিজ্যিকভাবে ভাড়া প্রদান ও প্যাকেজ ট্যুর পরিচালনার কাজে সংযোজন করা হয়েছে। বিগত ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ভ্রমণ ও রেন্ট-এ-কার ইউনিট থেকে ৬৫টি প্যাকেজ ট্যুরের মাধ্যমে আনুমানিক ৭৭৬ জন পর্যটককে দেশের বিভিন্ন পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানে ভ্রমণ করানো হয়েছে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের হোটেল, মোটেল, রেস্টোরাঁ, ইত্যাদি

১। হোটেল অবকাশ, মহাখালী, ঢাকা



১৯৭৪ সালে এডিপি ও সংস্থার অর্থায়নে ০.৭৬৮০ একর জমিতে হোটেল অবকাশ এবং জাতীয় হোটেল ও পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই) নির্মাণ করা হয়। হোটেল অবকাশ এনএইচটিটিআই-এর প্রশিক্ষণার্থীদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট প্রদানের জন্য অ্যাপ্লিকেশন হোটেল হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও, বর্তমানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্টের পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ৩৪-কক্ষবিশিষ্ট হোটেলটির ব্যাপক সংস্কার কাজ সম্পন্ন করে বর্তমানে একটি তারকা মানসম্পন্ন হোটেলে পরিণত করা হয়েছে। হোটেলটিতে ১টি এসি স্যুট ডিলাক্স রুম, ১০টি এসি ডিলাক্স টুইন রুম, ২০টি এসি ডিলাক্স কাপল রুম, ১টি ব্রাইডাল রুম ও ২টি এসি ডিলাক্স কানেক্টিং রুম রয়েছে। এছাড়া, ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্টোরাঁ (মালধঃ রেস্টোরাঁ), ১৫০ আসনবিশিষ্ট একটি এসি ব্যাঙ্কুয়েট হল, ৪০ আসনবিশিষ্ট একটি এসি কনফারেন্স হল, ২৫ আসনবিশিষ্ট একটি কফি শপ ও একটি পেস্টি অ্যান্ড বেকারি শপ বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

২। এনএইচটিটিআই, মহাখালী, ঢাকা



এনএইচটিটিআই ভবন

পর্যটন শিল্পে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি ১৯৭৪ সালে জাতীয় হোটেল ও পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই) প্রতিষ্ঠা করে। ন্যাশনাল হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই) এবং ডিউটি ফ্রি অপারেশন্স (ডিএফও) এর পুরোনো ভবন একই সঙ্গে মোট ০.৭৬৮০ একর জমির উপর অবস্থিত। এই প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কোর্সে এ যাবৎ ৫৫,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) ছাত্র-ছাত্রী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

৩। হোটেল সৈকত, চট্টগ্রাম



হোটেল সৈকত, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন ০.৯১১২ একর জায়গার উপর ১৯৭৮ সালে মোটেল সৈকতের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। হোটেল সৈকতের মূল ভবনটি পুরাতন হওয়ায় ২০০৩ সালে সেটি ভেঙে একই স্থানে নির্মিত নতুন ভবনে গত ০৩ মে ২০১৬ তারিখে হোটেল সৈকত-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। মোট ১৫৩ কক্ষের হোটেলটিতে ১টি ইন্টারন্যাশনাল সুইট রুম, ৩টি স্ট্যান্ডার্ড সুট রুম, ৪টি ফ্যামিলি ডিলাক্স কানেক্টিং রুম, ৬৭টি এসি স্ট্যান্ডার্ড কাপল রুম, ৫৭টি এসি স্ট্যান্ডার্ড টুইন রুম, ১৪টি নন-এসি কাপল রুম, ৬টি নন-এসি স্ট্যান্ডার্ড টুইন রুম, ৬টি এসি ইয়ুথ ইন রুম, ৬টি নন-এসি ইয়ুথ ইন কক্ষ রয়েছে। তা ছাড়া, ৩০০ আসনবিশিষ্ট কনভেনশন হল, ৩৫০-আসনবিশিষ্ট ব্যাংকুয়েট হল, ১০০ ও ৫০ আসনবিশিষ্ট দুটি মিনি কনফারেন্স হল, ৬০ আসনবিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ, জিমনেসিয়াম, লন্ড্রি ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত কার পার্কিং সুবিধা আছে।

৪। হোটেল শৈবাল, কক্সবাজার



হোটেল শৈবাল এর মূল ফটক



হোটেল শৈবাল এর ফ্রন্ট ভিউ



হোটেল শৈবালের ব্যাক ভিউ

কক্সবাজার পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সের ২.৮২ একর জায়গার উপর ১৯৮৩ সালে তিনতলা বিশিষ্ট হোটেল শৈবাল নির্মিত হয়। ২৪ কক্ষের হোটেলটিতে ২টি রয়েল এসি সুইট রুম, ৭টি এসি কাপল রুম, ১৫টি এসি টুইন রুম রয়েছে। হোটেলটিতে ৫০ আসনের একটি কনফারেন্স হল ও ১০০ আসনবিশিষ্ট ঐতিহ্যবাহী রেস্তোরাঁ রয়েছে। তা ছাড়া, অন্যান্য সুবিধাদির মধ্যে গলফ বার, হোটেল থেকে সি বিচ পর্যন্ত প্রাইভেট ওয়াকওয়ে। চিত্ত বিনোদনের জন্য হোটেলের সম্মুখে ঘাট বাঁধানো একটি বিশাল পুকুর রয়েছে।

৫। মোটেল প্রবাল, কক্সবাজার



মোটেল প্রবাল

কক্সবাজার পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সের ৮.২৭ একর জায়গার উপর তিনতলা বিশিষ্ট পর্যটন মোটেল প্রবাল এর ভবনটি ১৯৬২-৬৩ সালে নির্মিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে এটি বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড-এর নিকট থেকে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে হস্তান্তর করা হয় এবং মোটেল হিসেবে সংস্থার একটি বাণিজ্যিক ইউনিট হিসেবে কার্যক্রম শুরু হয়। ৩৮ কক্ষের মোটেলটিতে ০৮টি টুইন বেড এসি, ৩০ টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, ১২টি ডরমিটরি ও ০৯টি ইকোনমি কক্ষ আছে। উন্নত অতিথি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ হোটেলের নিয়ন্ত্রণাধীনে ০৫টি হানিমুন কটেজ আছে। এখানে ৫০ আসনবিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ রয়েছে। মোটেল ভবন (৩৪টি আবাসিক কক্ষ) এবং হানিমুন কটেজগুলো জাতিসংঘের বিশেষায়িত এক সংস্থার নিকট ভাড়াই ছিল। হানিমুন কটেজগুলো এখনও ভাড়াই থাকলেও, ২০২৫ সালে মোটেল ভবনটি জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থার নিকট থেকে ফেরৎ নেয়া হয়েছে এবং মোটেল ভবনের ৩৪টি আবাসিক কক্ষে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরুর জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ চলমান আছে। এছাড়া, মোটেল ভবনের খালি জায়গায় থাকা নয়টি কন্টেইনারকে আবাসিক কক্ষ হিসেবে রূপান্তর করে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৬। মোটেল উপল, কক্সবাজার



মোটেল উপল, কক্সবাজার

কক্সবাজার পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সের ৯.২৭ একর জমির উপর তিনতলাবিশিষ্ট পর্যটন মোটেল উপল এর ভবনটিও ১৯৬২-৬৩ সালে নির্মিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে এটি বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড-এর নিকট হতে বাংলাদেশ

পর্যটন করপোরেশন-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। সে সময় থেকে মোটেলের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। ৩৮ কক্ষবিশিষ্ট মোটেলটিতে ২৩ টি এসি টুইন বেড, ১৫ টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। ০১টি ডরমিটরি কক্ষ ও ০১টি ৫০ আসনের রেস্টোরাঁও রয়েছে। উন্নত অতিথি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ হোটেলের নিয়ন্ত্রণাধীনে ০৫টি লাক্সারি কটেজ আছে। এছাড়া, বাংলাদেশ বিমান-এর কক্সবাজার অফিস এবং ০১টি ট্রাভেল এজেন্সির অফিস এ মোটলে অবস্থিত।

৭। মোটেল লাবনী, কক্সবাজার

মোটেলটি ৩.৪ একর জায়গার উপর অবস্থিত। সৈকত নিকটবর্তী হওয়ায় লাবনী মোটেলের নামানুসারে লাবণী পয়েন্টের নামকরণ করা হয়েছে। ১৯৯৮ সালে নির্মিত মোটেলটির মূল ভবনে মোট ৬০ টি কক্ষ রয়েছে। এর মধ্যে ২০ টি এসি টুইন কক্ষ, ৩৭ টি নন-এসি টুইন-বেড ও ২৩ টি নন-এসি কাপল-বেড কক্ষ রয়েছে। ৮০ আসনবিশিষ্ট রেস্টোরাঁ ও ৬০ আসনবিশিষ্ট কনফারেন্স হল আছে। এছাড়াও ১৯৮১-৮২ সালে লাবণী মোটেলের পাশে ইয়ুথ ইন্ নামে একটি ডরমিটরি নির্মাণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ভবনটি ভেঙে অন্য একটি ভবন তৈরী করা হয়। ভবনটিতে ১৮ টি এসি, ১৭ টি নন-এসি ও ০৫টি কক্ষ বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে বর্তমানে মোটেল লাবণী-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

৮। হোটেল নেটং, টেকনাফ



হোটেল নেটং

কক্সবাজার থেকে ৮৩ কি. মি. দূরে, টেকনাফ উপজেলার নিকটবর্তী একটি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে কক্সবাজার-টেকনাফ সড়কের ডানপাশে ২.০০ একর জমির উপর হোটেলটির অবস্থান। ২০০০ সালে হোটেল নেটং-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। ১৫ কক্ষবিশিষ্ট আধুনিক মানের হোটেলটিতে ১টি সুইট, ৭টি এসি টুইন রুম ও ৭টি নন-এসি টুইন রুম রয়েছে। হোটেলটিতে ৫০ আসনবিশিষ্ট 'মাথিন' রেস্টোরাঁ রয়েছে।

৯। পর্যটন মোটেল, বান্দরবান



মোটেল বান্দরবান

৭.০০ একর জমির উপর নির্মিত তিনতলাবিশিষ্ট পর্যটন মোটেল, বান্দরবান-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয় ২০০৩ সালে। শহরের প্রবেশমুখে মেঘলা পর্যটন কেন্দ্রের সম্মুখে মোটেল বান্দরবান অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে পাহাড়ের উপর অবস্থিত। মোটেলটির ২৬টি কক্ষের মধ্যে ০১টি রয়েল এসি সুট, ০৩টি এসি থ্রি-বেড ডিলাক্স রুম, ২টি এসি কাপল রুম, ৭টি এসি টুইন রুম, ৩টি নন-এসি থ্রি-বেড রুম, ৯টি নন এসি রুম রয়েছে। এছাড়া, ১০০ আসনবিশিষ্ট ১টি এসি কনফারেন্স হল ও ৫০ আসনবিশিষ্ট ০১টি উন্নতমানের রেস্টোরাঁ রয়েছে।

১০। পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, রাঙ্গামাটি



পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, রাঙ্গামাটি

রাঙ্গামাটি শহরের ডিয়ার পার্ক নামক স্থানে ২৮.৩২ একর জমির উপর পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, রাঙ্গামাটি অবস্থিত। প্রাথমিকভাবে একটি দ্বিতল মোটলে ১৯৭৮ সালে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। পুরাতন মোটেলটিতে ১৮টি কক্ষ রয়েছে, যার মধ্যে ১২টি এসি টুইন বেড রুম, ৬টি নন এসি বেড রুম। ইউনিটে মানসম্মত ০৪টি কটেজ রয়েছে। মোটেল চত্বরে ০২টি আকর্ষণীয় ট্রাইবাল কটেজও নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৩ সালে নতুন ভবন নির্মাণ করে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। লিফট সম্বলিত নির্মিত ভবনে ৪৯টি কক্ষ রয়েছে, যার মধ্যে ০২টি এসি সুইট রুম, ১৭টি এসি টুইন বেড, ৫টি এসি কাপল বেড ও ১৩টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্টোরাঁ, ০১টি ফাস্ট ফুড কর্নার, গার্ডেন রেস্টোরাঁ, স্বল্প পরিসরে শিশু বিনোদন পার্ক, কনফারেন্স হল, ট্যুরিস্ট রিক্রুইজিট শপ, অডিটোরিয়াম রয়েছে। চিত্তাকর্ষণের জন্য লেকের উপর দুটি পাহাড়ের সংযোগকারী একটি ঝুলন্ত ব্রিজ রয়েছে যা কমপ্লেক্সের অন্যতম পর্যটন আকর্ষণ। এছাড়া, অতিথিদের লেকে ভ্রমণের জন্যে ১৬ আসনবিশিষ্ট ১টি ইঞ্জিন বোট এবং একটি ৪ আসনবিশিষ্ট স্পিড বোট রয়েছে।

১১। পর্যটন মোটেল, খাগড়াছড়ি



পর্যটন মোটেল, খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়ির উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া চেন্সী নদীর তীরে নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ঘেরা ৬.৫০ একর জমির উপর নির্মিত তিনতলা বিশিষ্ট পর্যটন মোটেল, খাগড়াছড়ির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয় ২০০৩ সালে। মোটেলটিতে ২৫ টি কক্ষের মধ্যে ১টি এসি সুইট, ২টি ট্রিপল বেড এসি ডিলাক্স রুম, ০৯টি এসি টুইন রুম ও ১৩ টি নন-এসি টুইন রুম রয়েছে। এছাড়া, ১০০ আসনবিশিষ্ট ১টি এসি কনফারেন্স হল ও ৫০ আসনবিশিষ্ট ১টি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ রয়েছে।

১২। পর্যটন মোটেল, সিলেট



পর্যটন মোটেল, সিলেট এর ফ্রন্ট ভিউ

সিলেট শহর থেকে প্রায় ৭ কি. মি. দূরে, বিমানবন্দর সড়কের পাশে বড়শলা নামক স্থানে সিলেট ক্যাডেট কলেজ ও ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মাঝামাঝি জায়গায় ২৭.০০ একর জমির উপর পর্যটন মোটেল সিলেট অবস্থিত। ১৯৯৪ সালে মোটেলটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। ২৬-কক্ষবিশিষ্ট মোটেলটিতে ৭টি এসি কুইন/কাপল বেড রুম, ৮ টি এসি টুইন বেড রুম ও ১১ টি নন-এসি টুইন বেড রুম রয়েছে। এখানে ৬০ আসনবিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ এবং ১০০ আসনবিশিষ্ট ১টি কনফারেন্স হল রয়েছে। মোটেলটিতে ১টি ইকোপার্ক, চিলড্রেন মিনি পার্ক ও ২টি ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে।

১৩। পর্যটন মোটেল জাফলং, সিলেট



পর্যটন মোটেল জাফলং, সিলেট

সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলাধীন জাফলং গুচ্ছ গ্রাম, মেইন রোডের পশ্চিম পার্শ্বে ৪.৫০ একর জমি নিয়ে ১৩ জানুয়ারি ২০১৫ সালে তিনতলা ভবন নির্মাণের মাধ্যমে পর্যটন মোটেল জাফলং-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। মোটেলটিতে মোট ৪টি আবাসিক কক্ষ রয়েছে, যার মধ্যে এসি টুইন বেড ৩টি এবং এসি কাপল বেড ১টি। ভবনের দ্বিতীয় তলায় অতিথিদের জন্য ৫০ আসনের একটি রেস্তোরাঁ রয়েছে।

১৪। পর্যটন মোটেল, দিনাজপুর



পর্যটন মোটেল, দিনাজপুর

১.১৫ একর জায়গার উপর ১৯৯৮ সালে নির্মিত দ্বিতল ভবনে পর্যটন মোটেল, দিনাজপুর এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে দুই দফায় উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে বর্তমানে ৪ তলা বিশিষ্ট মোটলে পরিণত হয়েছে। মোটেলটিতে ক্যাপসুল লিফট স্থাপন করা হয়েছে। ১৮ কক্ষবিশিষ্ট মোটেলটিতে এসি ডিলাক্স কক্ষ রয়েছে ১২টি, এসি স্ট্যান্ডার্ড কক্ষ রয়েছে ৬টি। এছাড়া, ০২টি নন-এসি ইকোনমি কক্ষ, ১৫০-আসনবিশিষ্ট কনফারেন্স হল এবং ৫০ আসনবিশিষ্ট ১টি মানসম্মত রেস্তোরাঁ রয়েছে।

১৫। পর্যটন মোটেল, রংপুর



পর্যটন মোটেল, রংপুর

আকর্ষণীয় স্থাপত্যশৈলীর দুইতলাবিশিষ্ট পর্যটন মোটেল, রংপুর ২.০০ একর জায়গার উপর ১৯৯০ সালে নির্মিত হয়। ৩৪ কক্ষের মোটেলটিতে ০২টি ভিআইপি সুইট, ৩২টি এসি ডিলাক্স, ০৪টি ইকোনমি কক্ষ, ৮০ আসনবিশিষ্ট ১টি রেস্তোরাঁ এবং ১৫০ আসনবিশিষ্ট ১টি কনফারেন্স হল রয়েছে।

১৬। পর্যটন মোটেল, রাজশাহী



পর্যটন মোটেল, রাজশাহী

২.০০ একর জায়গার উপর ১৯৭৯ সালে নির্মিত তিনতলা ভবনে পর্যটন মোটেল, রাজশাহী-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। মোটেলটিতে ৪৯টি কক্ষের মধ্যে ০৫টি ভিআইপি সুইট, ৪টি এসি ডিলাক্স, ৭টি এসি টুইন, ১০টি এসি কাপল, ২৩টি এসি সিঙ্গেল কক্ষ রয়েছে। মোটেলটিতে ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি কনফারেন্স হল, ২৫ আসনের মিনি কনফারেন্স হল এবং ৫০ আসনবিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ ও একটি ট্যুরিস্ট রিকুইজিট শপ আছে।

১৭। পর্যটন মোটেল, বগুড়া



পর্যটন মোটেল, বগুড়া

২০০৩ সালে বগুড়ার পুরাতন মোটেলটি ভেঙে ১.০০ একর জায়গার উপর তিনতলাবিশিষ্ট পর্যটন মোটেল, বগুড়া পূর্ণগনির্মাণ করা হয়। মানসম্মত মোটেলটিতে ২৮টি কক্ষ রয়েছে, যার মধ্যে ২টি এসি সুইট, ৯টি এসি কাপল বেড ও ১৭ টি এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। মোটেলটিতে ৬০ আসনবিশিষ্ট উন্নতমানের ১টি রেস্তোরাঁ, ৩৫০ আসনবিশিষ্ট এসি কনফারেন্স হল, ৩০ আসনবিশিষ্ট কফি শপ ও বার রয়েছে।

১৮। পর্যটন মোটেল, বেনাপোল

যশোর-বেনাপোল সড়কে বেনাপোল স্থলবন্দরের জিরো পয়েন্ট থেকে ২.২৫ কি. মি. দূরত্বে পর্যটন মোটেল, বেনাপোল-এর অবস্থান। মোটেলটি ২০০৩ সালে ১.০০ একর জায়গার উপর তিনতলাবিশিষ্ট ভবনে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। ১৭ কক্ষবিশিষ্ট মোটেলটিতে ০১টি ভিআইপি সুইট, ৭টি এসি কাপল বেড ও ২ টি নন-এসি টুইন বেড ও ০৪ শয়্যাবিশিষ্ট ০৩ টি ডরমিটরি রয়েছে। এছাড়া, ৫০ আসনবিশিষ্ট ১টি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ, ৫০ আসনবিশিষ্ট নন-এসি কনফারেন্স হল, পর্যাপ্ত ওয়াশ রুম ও বিস্তৃত পরিসরে গাড়ি পার্কিং সুবিধা রয়েছে।



পর্যটন মোটেল, বেনাপোল

১৯। হোটেল পশুর, মংলা



হোটেল পশুর, মংলা

বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর মংলায় পশুর নদীর তীরে ৩.০০ একর জায়গায় হোটেল পশুর অবস্থিত। জায়গাটি মোংলা পোর্ট অথরিটির নিকট থেকে ৩০ বছরের জন্য লিজ নেওয়া হয়। ২০০০ সালে দ্বিতলবিশিষ্ট মোটেল পশুর-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। ১৬ কক্ষের মোটেলটিতে ৪টি এসি কাপল বেড, ৬টি এসি টুইন বেড, ৬ টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। তা ছাড়া, ৫০ আসনবিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ আছে।

২০। হোটেল মধুমতি, টুঙ্গীপাড়া

২০০১ সালে গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় ১.৫০ একর জমির উপর দ্বিতল ভবনে হোটেল মধুমতির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। ২২ কক্ষবিশিষ্ট হোটেলটিতে ৪টি এসি টুইন বেড, ৪টি এসি কাপল বেড কক্ষ ও ৪ শয়্যাবিশিষ্ট ১৩টি ডরমিটরি কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, ৫০ আসনবিশিষ্ট আধুনিক রেস্তোরাঁ রয়েছে।

২১। পর্যটন হলিডে হোমস্, কুয়াকাটা



পর্যটন হলিডে হোমস্ ও ইয়ুথ ইন, কুয়াকাটা

১৯৯৭ সালে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের ৫.০০ একর জায়গার উপর দ্বিতল ভবনে পর্যটন হলিডে হোমস, কুয়াকাটা'র বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১৭ কক্ষবিশিষ্ট মোটেলটিতে ০১টি এসি ডিলাক্স, ০৪টি এসি টুইন বেড, ০৫ টি নন-এসি টুইন বেড, ০৬ টি নন-এসি সিংগেল বেড ও ০১ টি ইকোনমি কক্ষ রয়েছে। ৫০ আসনবিশিষ্ট ১টি আধুনিক রেস্টোরাঁ রয়েছে। পরবর্তীতে ২.০০ একর জায়গা অধিগ্রহণ করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কুয়াকাটা মোটেলের দক্ষিণ পার্শ্বে বৃহৎ পরিসরে নতুন ইয়ুথ ইন্ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভবনে ১টি এসি রয়েল ডিলাক্স, ১২টি এসি টুইন/কাপল, ৪ শয়্যাবিশিষ্ট ২টি এসি কক্ষ, ৪ শয়্যাবিশিষ্ট ৩২টি নন-এসি কক্ষ, ৫ টি নন-এসি কাপল কক্ষ, ৮টি নন-এসি টুইন বেড রয়েছে। এছাড়া, মোটেলটিতে ৮০ আসনবিশিষ্ট রেস্টোরাঁ, ১০০ আসনবিশিষ্ট কনফারেন্স হল ও ৪০ আসনবিশিষ্ট মিনি কনফারেন্স হল রয়েছে।

২২। পর্যটন কমপ্লেক্স, সাগরদাঁড়ি



পর্যটন কমপ্লেক্স, সাগরদাঁড়ি

বাংলা সনেটের প্রবক্তা মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতিবিজড়িত যশোরের সাগরদাঁড়িতে ২০০৩ সালে ০.৫০ একর জমির উপর পর্যটন কেন্দ্র, সাগরদাঁড়ির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। পর্যটন কেন্দ্রটিতে ০২টি আবাসিক কক্ষ ও ২৫ আসনবিশিষ্ট ০১টি রেস্টোরাঁ রয়েছে।

২৩। পর্যটন মোটেল, মুজিবনগর, মেহেরপুর



পর্যটন মোটেল, মুজিবনগর, মেহেরপুর

মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে ২.০০ একর জমির উপর মোটেলটি অবস্থিত। মোটেলটিতে মোট ১২টি কক্ষ আছে। এর মধ্যে ২টি এসি সুইট কক্ষ, ০৪ টি এসি টুইন বেড কক্ষ, ০৬ টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ। তাছাড়া, ৬০ আসনবিশিষ্ট ০১টি রেস্টোরাঁ আছে।

২৪। মাধবকুন্ড রেস্তোরাঁ, বড়লেখা, মৌলভীবাজার

১০ এপ্রিল ২০০০ সালে মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার মাধবকুন্ড জলপ্রপাতের সন্নিকটে ৫.০০ একর জমিতে ৫০ আসনবিশিষ্ট ০১টি রেস্তোরাঁ নির্মাণ করে পরিচালনা করা হচ্ছে।

২৫। জয় রেস্তোরাঁ, নবীনগর, সাভার, ঢাকা

জাতীয় স্মৃতিসৌধ-এর সম্মুখে ১৯৮৬ সালে দোতলা রেস্তোরাঁটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। স্মৃতিসৌধ চালু হওয়ার সময় তৎকালীন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নির্দেশে এবং মন্ত্রিপরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তক্রমে রেস্তোরাঁটি পরিচালনার দায়িত্ব বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে প্রদান করা হয়। তখন থেকে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ‘জয় রেস্তোরাঁ’ নামকরণ করে রেস্তোরাঁটি পরিচালনা করে আসছে। এখানে রেস্তোরাঁ সুবিধা ছাড়াও ০১টি ফাস্ট ফুড শপ, ০১টি বার-বি-কিউ ও চটপটি শপ চালু রয়েছে। এতে ১২০ আসনবিশিষ্ট রেস্তোরাঁ ও ৬০ আসনবিশিষ্ট ফাস্টফুড শপ রয়েছে। এছাড়া, ভিআইপি অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য ‘বংশী’ নামে একটি উন্নতমানের রেস্ট রুম আছে।



জয় রেস্তোরাঁ, সাভার, ঢাকা

২৬। এক্সিকিউটিভ ক্যাফেটেরিয়া, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

২০১০ সালে গণপূর্ত বিভাগের চাহিদা মোতাবেক বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৬ নং ভবনের নিচতলায় পশ্চিম পার্শ্বে ১৩৫০ বর্গফুট আয়তনবিশিষ্ট ক্যাফেটেরিয়াটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। রেস্তোরাঁটি ৫০ আসনবিশিষ্ট। ক্যাফেটেরিয়া থেকে ক্যাবিনেট মিটিংসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদামাফিক খাবার সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া, সচিবালয়ে আগত বিভিন্ন পর্যায়ের দর্শনাধীসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীগণও ক্যাফেটেরিয়া থেকে দুপুরের খাবার গ্রহণ করে থাকেন।

২৭। ময়ূরী ও ঈগল রেস্তোরাঁ, জাতীয় চিড়িয়াখানা, ঢাকা

মিরপুর জাতীয় চিড়িয়াখানার অভ্যন্তরে ময়ূরী ও ঈগল নামে দু’টি রেস্তোরাঁ গত ৭ জুলাই ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ও জাতীয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে অত্র সংস্থা পরিচালনা করছে। ময়ূরী রেস্তোরাঁয় ১৩০ টি ও ঈগল রেস্তোরাঁয় ৭০টি আসন রয়েছে। এ রেস্তোরাঁ দু’টির আওতায় আরও দু’টি সেলস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এখানে স্ন্যাক্স, লাঞ্চসহ চা/কফি ইত্যাদি বিক্রয় করা হয়।

২৮। ভ্রমণ ও রেন্ট-এ-কার ইউনিট, ঢাকা

দেশি-বিদেশি পর্যটকদের প্যাকেজ ট্যুর পরিচালনা ও মানসম্মত পরিবহন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ভ্রমণ ও রেন্ট-এ-কার ইউনিটের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। দেশে রেন্ট-এ-কার সুবিধা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের রেন্ট-এ-কার সার্ভিস পথিকৃৎ হিসাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এই বিভাগের দায়িত্বে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের বিনোদনের জন্য চন্দ্রা ও সালনায়ে ২টি পিকনিক স্পট, নারায়ণগঞ্জের পাগলায় এমএল শালুক নামে ৫০ জন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি ট্যুরিস্ট জাহাজ রয়েছে। পর্যটন বর্ষের কার্যক্রমের আওতায় গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে ৮টি গাড়ি ভ্রমণ ও রেন্ট-এ-কার ইউনিটের ভাড়া ও ট্যুর পরিচালনার কাজে সংযোজন করা হয়েছে।

২৯। পর্যটন মোটেল, সোনামসজিদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

২০১৩ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানাদীন সোনা মসজিদ এলাকায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক মোটেলটি নির্মিত হয়। নির্মাণের পরপরই অনাকাঙ্খিত ঘটনার কারনে ঐ সময় মোটেলটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে সংস্কার কাজ সম্পন্ন করে ২৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মাধ্যমে মোটেলটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। তিনতলা বিশিষ্ট মোটেলটিতে ৬টি এসি কাপল বেড কক্ষ, ৬টি এসি টুইন বেড কক্ষ ও ৬টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, ৪ শয্যাবিশিষ্ট ১২টি ডরমিটরি কক্ষ, ১০০ আসনবিশিষ্ট রেস্তোরাঁ ও সুপারিসর গাড়ি পার্কিং সুবিধা রয়েছে।



পর্যটন মোটেল, সোনামসজিদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

৩০। পর্যটন রেস্তোরাঁ, কান্তজিউ মন্দির, কাহারুল, দিনাজপুর

দিনাজপুরের কাহারুল উপজেলার ঐতিহ্যবাহী কান্তজিউ মন্দিরের সন্নিহিতে পর্যটন রেস্তোরাঁ, কান্তজিউ মন্দির এর অবস্থান। রেস্তোরাঁটি ৫০ শতাংশ জমির উপর ২৭ নভেম্বর, ২০১২ সালে নির্মিত হয়। রেস্তোরাঁটি নন-এসি ও ৪০ আসনবিশিষ্ট। এখানে ০২টি এসি রুম আছে। এছাড়া, আগত পর্যটকদের জন্য টয়লেট সুবিধা আছে।

৩১। চন্দ্রা পিকনিক স্পট, কালিয়াকৈর, গাজীপুর

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত চন্দ্রা পিকনিক স্পটটি বন অধিদপ্তরের ২.১৯ একর জায়গার উপর অবস্থিত। স্পটটি দীর্ঘকাল ধরে পিকনিক স্পট হিসেবে এ সংস্থার অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে। গত ২০ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে বন অধিদপ্তরের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে এ স্থানটিতে পর্যটকদের অধিকতর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে উন্নয়ন, আধুনিকায়ন ও পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এ স্থানে বর্তমানে রেস্তোরাঁ, বিশ্রামাগার, টয়লেট সুবিধা, শিশুদের বিনোদন ব্যবস্থা ইত্যাদি সুবিধাদি প্রবর্তন করা হয়েছে।

৩২। রুফটপ রেস্টুরেন্ট, পর্যটন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা



রুফটপ রেস্টুরেন্ট, পর্যটন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা

শেরেবাংলা নগরস্থ আগারগাঁও এলাকায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর প্রধান কার্যালয়ের ১২ তলায় ‘রুপটপ রেস্টুরেন্ট’ স্থাপন করা হয়েছে। রেস্টুরেন্টের ফ্লোরের মোট আয়তন ৬,৬০০ বর্গফুট। তন্মধ্যে ওপেন টেরেসের আয়তন ১২৭৫ বর্গফুট। রেস্টুরেন্টের ক্যাপাসিটি ১৫০ আসন। এখানে অত্যাধুনিক ১টি কিচেন (১৩১০ ব.ফু.) এবং ৫টি টয়লেট এবং ৮টি ওয়াশ বেসিন সুবিধা রয়েছে। রেস্টুরেন্টের জন্য ১টি সার্বক্ষণিক লিফট এবং সুবিস্তৃত বেইজমেন্ট পার্কিং সুবিধা রয়েছে। গত ৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ থেকে রেস্টুরেন্টটি বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

৩৩। গলফ বার, কক্সবাজার

কক্সবাজারের হোটেল শৈবাল-এর আওতাধীন গলফ বারটি কক্সবাজারে আগত দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের মদ্যজাতীয় পানীয়ের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বিগত ১৯৮২-৮৩ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ বারটি হোটেল শৈবাল চত্বর থেকে সি-বিচ অভিমুখী বাপক-এর নিজস্ব ওয়াকওয়ে সংলগ্ন একটি দৃষ্টিনন্দন পরিবেশে অবস্থিত। ৪০ আসনবিশিষ্ট বারটির মোট আয়তন ২৫০০ বর্গফুট।

৩৪। পর্যটন সুইমিং পুল, পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, কক্সবাজার

২৪ ডিসেম্বর, ২০০৭ তারিখ থেকে কক্সবাজারের হোটেল শৈবালের আওতাধীন সুইমিংপুলটি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ১৫ বছর যাবৎ পরিচালিত হয়। পরিচালনাকালীন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুইমিং পুল কমপ্লেক্সে পৃথক ভবন নির্মাণপূর্বক ‘লাইভ ফিশ’ নামীয় একটি রেস্টুরেন্ট চালু করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় বর্তমানে সুইমিং পুলসহ লাইভ ফিশ রেস্টুরেন্টটি হোটেল শৈবালের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

৩৫। চিলড্রেন্স অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, সিলেট

পর্যটন মোটেল, সিলেট সংলগ্ন ১৩ একর উন্মুক্ত জমিতে বিওটি পদ্ধতিতে চিলড্রেন্স অ্যামিউজমেন্ট পার্ক নির্মাণের লক্ষ্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৫ বছর মেয়াদি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় এবং বকেয়া পরিশোধ না করার কারণে বিগত ১০ মার্চ, ২০২২ তারিখে পার্কটি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে পার্কটি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের পর্যটন মোটেল, সিলেট-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

৩৬। আদর্শনগর পর্যটন কেন্দ্র, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা



আদর্শনগর পর্যটন কেন্দ্র, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা

হাওর অঞ্চলে ভ্রমণপিপাসুদের আরামদায়ক অবস্থান ও আহারের সুবিধা প্রদানের জন্য নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জে ১৪ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হবার পর ইউনিটটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। নবনির্মিত ‘আদর্শ নগর পর্যটন কেন্দ্রটিতে ১ টি এসি ডিলাক্স, ০৬টি এসি স্ট্যান্ডার্ড কক্ষসহ মোট ৭ টি আবাসিক কক্ষ ও ১ টি পিকনিক শেড রয়েছে। এছাড়া একটি শান বাঁধানো পুকুর আছে এবং শিশুদের বিনোদনের জন্য কয়েকটি রাইডস স্থাপন করা হয়েছে। অতিথিদের মানসম্মত খাবার সরবরাহের লক্ষ্যে পর্যটন কেন্দ্রটিতে ৩২ আসনবিশিষ্ট শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

একটি রেস্তোরাঁ রয়েছে। রেস্তোরাঁটিতে দেশীয় খাবারের পাশাপাশি থাই, চাইনিজ ও কন্টিনেন্টাল খাবার সরবরাহের সুব্যবস্থা রয়েছে। ইউনিটে পিকনিক, করপোরেট ইভেন্ট, বিয়ের অনুষ্ঠানসহ নানা ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের সুব্যবস্থাসহ মিনি শিশু পার্ক রয়েছে।

৩৭। পর্যটন রিসোর্ট এন্ড পিকনিক স্পট, সালনা, গাজীপুর



পর্যটন রিসোর্ট এন্ড পিকনিক স্পট, সালনা, গাজীপুর

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর নিয়ন্ত্রণাধীন এবং বন বিভাগের মালিকানাধীন সালনা পর্যটন রিসোর্ট অ্যান্ড পিকনিক স্পটটি ৩.১২ একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইতঃপূর্বে এটি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর একটি পিকনিক স্পট ছিল। ২০২২ সালে পিকনিক স্পটটিকে পূর্ণাঙ্গ রিসোর্ট অ্যান্ড পিকনিক স্পট হিসেবে পুনর্নির্মাণ করা হয়। নির্মিত রিসোর্ট অ্যান্ড পিকনিক স্পটের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয় ২০২২ সালের ৫ সেপ্টেম্বর। রিসোর্টটিতে ৬টি কটেজ, মিনি কনফারেন্স হল, খেলার মাঠ রয়েছে। শিশুদের বিনোদনের জন্য রাইডস স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, ৭ কক্ষবিশিষ্ট একটি ইকোনমি ভবন রয়েছে।

৩৮। বারদি পর্যটন কেন্দ্র, বারদি, নারায়ণগঞ্জ



বারদি পর্যটন কেন্দ্র, বারদি, নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জের বারদিতে জ্যোতি বসুর বসতভিটায় ২.০৪ একর জায়গায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক বারদি পর্যটন কেন্দ্র নির্মিত হয়। ২৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে পর্যটন কেন্দ্রটি উদ্বোধন করা হয়। কেন্দ্রটিতে ২টি এসি কক্ষ, ৫০ আসনবিশিষ্ট একটি রেস্তোরাঁ, ওয়াশরুম ও পিকনিক শেড রয়েছে। শিশুদের বিনোদনের জন্য রাইডস স্থাপন করা হয়েছে।

৩৯। পর্যটন সেবা কেন্দ্র, মেঘাই, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ

দেশী-বিদেশী পর্যটকদের নিকট দেশের নদীমাতৃক সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয় স্থানগুলোতে পর্যটন সুবিধাদি স্থাপনের অংশ হিসেবে যমুনা নদীর তীরে ৬.৬৭ একর জায়গার উপর ২০২২ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুরের মেঘাই অঞ্চলে 'মেঘাই পর্যটন কেন্দ্র' নির্মাণ করে। পর্যটন কেন্দ্রে পর্যটকদের রাত্রি-যাপনের জন্য ২টি এসি কক্ষ, রেস্তোরাঁ, ওয়াশরুম ও পিকনিক শেড রয়েছে। শিশুদের বিনোদনের জন্য রাইডস স্থাপন করা হয়েছে।

৪০। ডিউটি ফ্রি অপারেশনস

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীনে বিদেশগামী যাত্রীদের জন্য ১৯৭৫ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তেজগাঁও বিমানবন্দরে প্রথম শুষ্কমুক্ত বিপণী স্থাপন করা হয়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর চালু হওয়ার পর পর্যায়ক্রমে বাণিজ্যিক প্রসারের প্রেক্ষিতে আগমন, বহির্গমন, ট্রানজিট লাউঞ্জে পৃথক পৃথকভাবে তিনটি বিপণী স্থাপন করা হয় এবং একই বিমানবন্দরে বহিঃগমন ও ট্রানজিট যাত্রীসহ ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষমাণ যাত্রীদের জলযোগের সুবিধার্থে ২টি স্ন্যাকস কর্নার চালু করা হয়। অপরদিকে, সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের জন্য ১৯৯০ সালে একটি শুষ্কমুক্ত বিপণী (আগমন) এবং পরবর্তীতে ২০০৪ সালের ১১ই মে শুষ্কমুক্ত বিপণী (বহির্গমন) চালু করা হয়। এছাড়াও, চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিগত ০৭ আগস্ট, ২০০৩ তারিখে শুষ্কমুক্ত বিপণী (বহির্গমন) চালু করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত বিমানবন্দরে শুষ্কমুক্ত বিপণী (আগমন) চালু করা হয়।

ডিএফও কর্তৃক পরিচালিত শুষ্কমুক্ত বিপণী ও স্ন্যাকস কর্নারসমূহঃ

- ১। শুষ্কমুক্ত বিপণী (বহির্গমন), হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা;
- ২। শুষ্কমুক্ত বিপণী (আগমন), হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা;
- ৩। শুষ্কমুক্ত বিপণী (ট্রানজিট), হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা;
- ৪। শুষ্কমুক্ত বিপণী (বহির্গমন), ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট;
- ৫। শুষ্কমুক্ত বিপণী (আগমন), ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট;
- ৬। শুষ্কমুক্ত বিপণী (বহির্গমন), শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম;
- ৭। শুষ্কমুক্ত বিপণী (আগমন), শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম;
- ৮। স্ন্যাকস কর্নার (বহির্গমন), হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা;
- ৯। ড্রিংকস কর্নার (ট্রানজিট), হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা;
- ১০। ড্রিংকস কর্নার (৩টি), শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম।

৪১। রূপপুর রেস্টোরাঁ ও বার, ঈশ্বরদী, পাবনা



পর্যটন বার ও রেস্টোরাঁ, রূপপুর, ঈশ্বরদী, পাবনা

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্রে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের জন্য প্রকল্পের ছিন সিটি এলাকায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর তত্ত্বাবধানে ও ব্যবস্থাপনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হতে বার লাইসেন্স নম্বর ০২/২০২০-২০২১ তারিখ: ১১.০৪.২০২১ মোতাবেক রূপপুর রেস্টোরাঁ ও বার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বারটির আয়তন ৫,০৩৭ বর্গফুট এবং আসন সংখ্যা ২০০টি। এ রেস্টোরাঁ ও বার হতে রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত বিদেশি অতিথিদের আহার ও লিকার সুবিধা প্রদান করা হয়। এছাড়া, রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পের অতিথিগণের চাহিদা মোতাবেক খাবারও সরবরাহ করা হয়।



“পর্যটন বর্ষ উপলক্ষ্যে দেশের কতিপয় পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকার পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাগেরহাট জেলার রণবিজয়পুর নামক স্থানে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর নিজস্ব ০.৩২ একর জমিতে পর্যটন মোটেল ও ইয়ুথ ইন নির্মাণ করা হয়। গত ৯ মে ২০২৫ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ইউনিটটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। ইউনিটটিতে মোট ৩০টি কক্ষ এবং ২৮ বেডবিশিষ্ট একটি ডরমিটরি রয়েছে। এছাড়া, ৫০ আসনবিশিষ্ট একটি এসি রেস্টুরেন্ট, ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি কনফারেন্স হল, ১৬ আসনবিশিষ্ট একটি মিনি কনফারেন্স হল রয়েছে।

৪৩। পর্যটন ক্যাফেটেরিয়া, সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা

সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন গত ১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ থেকে সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল এর ৬০ আসনবিশিষ্ট ক্যাফেটেরিয়াটি বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনা করছে। এ বিষয়ে গত ২০-১১-২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এবং সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা এর সাথে ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক ‘পর্যটন ক্যাফেটেরিয়া’ থেকে সুলভ মূল্যে সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল-এর সেবা গ্রহণকারী রোগী ও রোগীদের সাথে আগত অতিথিদের খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে।

বেসরকারি ব্যবস্থাপনা চুক্তির অধীনে পরিচালিত বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহ

১। সাকুরা রেস্তোরাঁ ও বার, শাহবাগ, ঢাকা

সাকুরা রেস্তোরাঁ ও বারটি ঢাকা শহরের শাহবাগ এলাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল-এর বিপরীতে ডিএসসিসি (সাকুরা মার্কেট) মার্কেটের ২য় তলায় ৩৮২৭.৫৩ বর্গফুট জায়গায় অবস্থিত। বিগত ১৯৭৭/৭৮ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সাকুরা রেস্তোরাঁ ও বারটি স্থাপিত হয়। বর্তমানে এ বারটি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় মেসার্স আসিফ ট্রেডার্স নামীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

২। রুচিতা রেস্তোরাঁ ও বার, মহাখালী, ঢাকা

রুচিতা রেস্তোরাঁ ও বারটি মহাখালীতে অবস্থিত বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের পুরাতন ভবনের নিচতলায় ২৭৫৮.৯৩ বর্গফুট জায়গায় অবস্থিত। বিগত ১৯৭৬/৭৭ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের রুচিতা রেস্তোরাঁ ও বার নামে লাইসেন্সটি ইস্যু করা হয়। বর্তমানে মেসার্স নেষ্ট নামীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বারটি পরিচালিত হচ্ছে।

৩। বগুড়া বার, পর্যটন মোটেল, বগুড়া

বগুড়া বারটি পর্যটন মোটেল, বগুড়া ইউনিটের চত্বরে অবস্থিত। বিগত ১৯৮২/৮৩ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের ‘বগুড়া বার’ নামে লাইসেন্সটি ইস্যু করা হয়। মোটলে আগত পর্যটক ও স্থানীয় পারমিটধারী ব্যক্তিবর্গের জন্য বারটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২২০০ বর্গফুট আয়তনের বারটিতে ৫০টি আসন আছে। বর্তমানে মেসার্স ট্রেড সেটার্স নামীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বারটি পরিচালিত হচ্ছে।

৪। রাজশাহী বার, পর্যটন মোটেল, রাজশাহী

রাজশাহী বারটি পর্যটন মোটেল, রাজশাহী চত্বরে অবস্থিত। বারটি মোটেল থেকে পৃথকভাবে নির্মিত ৩ তলাবিশিষ্ট ভবনে অবস্থিত। ২৫ আসনবিশিষ্ট বার ভবনের প্রতি তলায় ০২টি করে কক্ষ আছে। এছাড়া, কিচেন, ওয়াশরুম, পার্কিং এরিয়া আছে। ১৯৮২-৮৩ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের রাজশাহী বার নামে লাইসেন্সটি ইস্যু করা হয়। বর্তমানে মেসার্স ট্রেডসেটার্স নামীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বারটি পরিচালিত হচ্ছে।

৫। মংলা বার, হোটেল পশুর, মংলা

মংলা বারটি হোটেল পশুর, মংলা চত্বরে অবস্থিত। ৭৫০ বর্গফুট আয়তনের বার ভবনটি ৩৫ আসনবিশিষ্ট। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের মংলা বার নামে লাইসেন্সটি ইস্যু করা হয়। বর্তমানে মেসার্স এম. এইচ. চৌধুরী নামীয় ব্যক্তির মাধ্যমে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বারটি পরিচালিত হচ্ছে।

৬। সিলেট বার, সিলেট

সিলেট বারটি পর্যটন মোটেল, সিলেট চত্বরে অবস্থিত। ১০৪৯ বর্গফুট আয়তনের বার ভবনটি ২৫ আসনবিশিষ্ট। ২০১৩/১৪ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের ‘সিলেট বার’ নামে লাইসেন্সটি ইস্যু করা হয়। বারটি বর্তমানে ট্রেডসেটার্স নামীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

৭। মেরী এন্ডারসন ভাসমান রেস্তোরাঁ ও বার, পাগলা, নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জস্থ পাগলার ভিআইপি জেটিতে অবস্থিত মেরী এন্ডারসন ভাসমান রেস্তোরাঁ ও বারটি ১৯৮৩/৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে ভিআইপি জেটির মাধ্যমে বুড়িগঙ্গা-শীতলক্ষ্যা-মেঘনা নদীতে নৌ-ভ্রমণ করার সময় এই রেস্তোরাঁ ও বার থেকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে এ রেস্তোরাঁ ও বারটি মেসার্স সোনারগাঁও ট্যুরিজম নামীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে।

৮। রেস্টোরাঁ ও বার, মোটেল সৈকত, চট্টগ্রাম

সৈকত বারটি হোটেল সৈকত, চট্টগ্রাম চত্বরে অবস্থিত। ১০৪৯ বর্গফুট আয়তনের বার ভবনটি ২৫ আসনবিশিষ্ট। ১৯৮২/৮৩ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের 'হোটেল সৈকত' নামে লাইসেন্সটি ইস্যু করা হয়। ৩৫ আসনবিশিষ্ট রেস্টোরাঁ ও বারটির মোট আয়তন ১২৪৮.৫০ বর্গফুট। বর্তমানে সুবর্ণা এন্টারপ্রাইজ নামীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বারটি পরিচালিত হচ্ছে।

৯। ফয়'স লেক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের ফয়'স লেককে আন্তর্জাতিকমানের পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গত ০৮.০৯.২০০৫ তারিখে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও মেসার্স কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড-এর মধ্যে একটি ত্রি-পক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষরের পরবর্তীতে নানাবিধ অবকাঠামো উন্নয়ন কার্য সম্পন্নপূর্বক পার্কটি কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর পাওনা হিসেবে নিয়মিত বার্ষিক প্রিমিয়াম ও টার্নওভার পরিশোধ করছে।

১০। পর্যটন বার, রাঙামাটি

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, রাঙামাটি-এর ০৫টি কটেজের মধ্যে একটি কটেজকে বার হিসেবে প্রস্তুত করে বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমানে বারটি মেসার্স এইচ এম এন্টারপ্রাইজ নামীয় একটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।

১১। পর্যটন কটেজ ও রেস্টোরাঁ, টেকেরঘাট, তাহিরপুর

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক) সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলাধীন টেকেরঘাট চুনাপাথর খনি প্রকল্প সংলগ্ন এলাকায় ২.০০ একর জায়গার উপর 'তাহিরপুর কটেজ ও পর্যটন কেন্দ্রটি নির্মাণ করে। বর্তমানে পর্যটন কেন্দ্রটি বেসরকারি ম্যানেজমেন্ট অপারেটরের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। কেন্দ্রটিতে ১টি আবাসিক কক্ষ ও ২০ আসনবিশিষ্ট একটি রেস্টোরাঁ রয়েছে।

প্রচারণা ও জনসংযোগ কার্যক্রম

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক) এর জনসংযোগ বিভাগের পক্ষ থেকে পর্যটন এর প্রচার ও প্রসারে, বিশেষ করে সংস্থার বাণিজ্যিক কার্যক্রমের প্রসারে বিভিন্ন কার্যকর কর্মসূচি সম্পন্ন করা হয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়া, ম্যাগাজিন/সুভেনিয়রে বিজ্ঞাপন প্রদান, দেশীয় পর্যটন মেলা ও উৎসবে অংশগ্রহণ, স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন, গণসচেতনতামূলক সভা আয়োজন, সামাজিক মাধ্যম তথা ফেসবুকভিত্তিক প্রচারণা, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন ইত্যাদি অন্যতম।

(ক) বিশ্ব পর্যটন দিবস উদযাপন

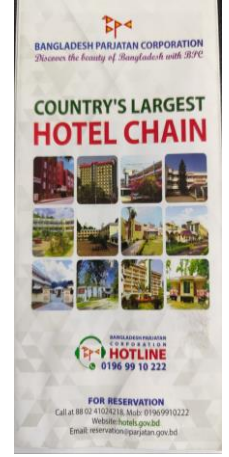
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে বিশ্ব পর্যটন দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বরাবরের মতো বাপক এর পক্ষ থেকে বর্ণিল কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সকাল ৮টায় পর্যটন ভবন হতে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে আয়োজিত র্যালিতে সব অংশীজনসহ সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করে এবং আগারগাঁও এলাকা প্রদক্ষিণ করে। এরপর সংস্থার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান NHTTI এর ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন বিভাগ কর্তৃক পর্যটন ভবনে আয়োজিত লাইভ কুकिং শোতে বিভিন্ন ধরনের খাবার প্রদর্শনী ও বিক্রয় কার্যক্রম শুরু হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে বাপক এর বিভিন্ন বাণিজ্যিক ইউনিটে আবাসনের উপরে ১ দিনের জন্য ৩০% বিশেষ ডিসকাউন্ট প্রদান করা হয়।



বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে আয়োজিত র্যালি এবং আলোচনা সভা

(খ) 'The Largest Hotel Chain of Bangladesh' শীর্ষক প্রচারণা

সরকারি ও বেসরকারি সব পর্যায়ে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন বাংলাদেশের বৃহত্তম হোটেল চেইন পরিচালনা করে থাকে। বিষয়টি দেশ-বিদেশের সব পর্যায়ের পর্যটকদের অবগতির জন্য এ বিষয়ে প্রচারণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়। এছাড়াও বাপক এর অন্যান্য বাণিজ্যিক ইউনিটের তথ্য সমৃদ্ধ ব্রোশিওর ও লিফলেট মুদ্রণ করা হয়েছে।



Hotel Chain Brochure

(গ) বাপক এর পক্ষ থেকে নববর্ষের ডায়েরি প্রস্তুত

২০২৫ সাল উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের তথ্যাবলি ও ২০২৫ সালের ক্যালেন্ডার সম্মিলিত নকশি কাঁথার স্ট্রিচ দিয়ে নান্দনিক ডায়েরি প্রস্তুত করা হয় এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্টেকহোল্ডারদের নিকট বিতরণ করা হয়েছে, যা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সহ সব মহলের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়।



বাপক-এর প্রণয়নকৃত ২০২৫ সালের ডায়েরি

(ঘ) বিভিন্ন দেশীয় মেলা ও উৎসবে অংশগ্রহণ।



১১ তম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার ২০২৪ এ বাপক-এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ



মেলা উপলক্ষ্যে বাপক-এর বিশেষ ডিসকাউন্ট কার্ড

সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসে অনুষ্ঠিত ১১তম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার এবং নভেম্বর মাসে বিআইসিসিতে আয়োজিত ১ম এশিয়া আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করা হয়। মেলায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ইউনিটের তথ্যসম্মিলিত ব্রেশিওর, লিফলেট ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি হোটেল অবকাশ ও এনএইচটিটিআই এর পক্ষ থেকে খাদ্য প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া মেলায় আগত দর্শনার্থীদের নিকট বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের বিভিন্ন হোটেল-মোটেল-রিসোর্ট এর আবাসনের উপর ২০% রেয়াত সমৃদ্ধ বিশেষ ‘ডিসকাউন্ট কার্ড’ শুভেচ্ছা মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

ঙ) খাদ্য উৎসবে অংশগ্রহণ

ডিসেম্বর ২০২৪ মাসে বনানীর কামাল আতাবুক মাঠে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি) কর্তৃক আয়োজিত ‘Taste of Bangladesh’ শীর্ষক ফুড ফ্যাস্টিভ্যালে হোটেল অবকাশ ও এনএইচটিটিআই এর প্রশিক্ষণার্থীরা বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী খাবার ও পিঠা-পায়েস প্রদর্শন ও বিক্রয় করেছে। এছাড়া পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে বনানী মাঠে বিটিবি কর্তৃক আয়োজিত খাদ্য উৎসবে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করা হয়।

চ) স্যুভেনির আইটেম প্রস্তুত

বাপক-এর অফিসে আগত দেশি ও বিদেশি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও অতিথিদের প্রদানের জন্য স্যুভেনির আইটেম হিসেবে বাপক-এর পক্ষ থেকে চামড়ার তৈরি পার্স ও বাপক এর লোগো সমৃদ্ধ সিরামিকের মগ তৈরি করা হয়েছে যা খুবই আকর্ষণীয়।



বাপক এর স্যুভেনির আইটেমসমূহ

(ছ) বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারণা

বাপক এর বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে, বিক্রয় উন্নয়ন ও জনসংযোগ বিভাগ হতে জুলাই ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন ম্যাগাজিন/সুভেনির/ট্রাভেল পত্রিকাতে ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ডিজিটাল প্রচারণার অংশ হিসেবে নিয়মিতভাবে বাপক-এর ফেইসবুক, ওয়েবসাইট ও ইউটিউব চ্যানেলে প্রচারণামূলক কনটেন্ট/ ভিডিও কনটেন্ট আপলোড করা ও ফেইসবুক বুস্টিং করা হয়েছে।

জ) অংশীজনদের অংশগ্রহণে পর্যটন বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন এবং বিপণন কর্ম-কৌশল প্রণয়ন

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের বাণিজ্যিক কার্যক্রম বৃদ্ধি, সেবার মান উন্নয়ন এবং অংশীজনদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার লক্ষ্যে ২০২৫ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে বাপক এর উদ্যোগে পর্যটন ভবনের শৈলপ্রপাত মিলনায়তনে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালায় প্রায় ৫০ টির মত সরকারি দপ্তর/সংস্থা, বেসরকারি পর্যটন প্রতিষ্ঠান, পর্যটন সংক্রান্ত সংগঠন, ট্যুর অপারেটর, ট্রাভেল ম্যাগাজিনসহ বিভিন্ন অংশীজনরা অংশগ্রহণ করে। কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মতামত/সুপারিশমালার ভিত্তিতে বাপক-এর ইউনিটসমূহের অক্যুপেন্সির হার বৃদ্ধির মাধ্যমে সংস্থার রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি আধুনিক ও বাস্তবায়নযোগ্য ‘বিপণন কৌশল’ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan) এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।



কর্মশালায় বক্তব্যরত চেয়ারম্যান, বাপক



কর্মশালায় অনুষ্ঠিত গ্রুপ ডিসকাশনরত অংশগ্রহণকারীগণ



সম্মানিত অংশগ্রহণকারীদের মাঝে ফ্রেস্ট বিতরণ

ঝ) ‘পর্যটন মোটেল অ্যান্ড ইয়ুথ ইন’, বাগেরহাট এর শুভ উদ্বোধন।

২০২৫ সালের ৯ মে বাগেরহাটের রনবিজয়পুরে নবনির্মিত ‘পর্যটন মোটেল অ্যান্ড ইয়ুথ ইন’ বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত শুভ উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে জনসংযোগ বিভাগ থেকে বাগেরহাটের উপর একটি তথ্য সমৃদ্ধ লিফলেট মুদ্রণ করা হয়েছে।



পর্যটন মোটেল বাগেরহাটের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

উপসংহার

পর্যটন একটি শ্রমঘন শিল্প, এই শিল্পে প্রতি ১ জন পর্যটক ১১ টি কর্মের সৃষ্টি করে। ফলে দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এই শিল্পে বৃহৎ পরিসরে বিনিয়োগের প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দেশে পর্যটকদের জন্য মানসম্মত অবকাঠামোসহ বিভিন্ন পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি BRICS এর আওতায় সৃষ্ট New Development Bank, সৌদি আরবের আল-হোকাইর গ্রুপ, চাইনিজ ইনভেস্টার গ্রুপ এবং সিঙ্গাপুরের ডেলিগেশন এর সাথে BIDA ও BEZA এর মাধ্যমে বাপক-এর কক্সবাজার, সিলেট ও খুলনার মুজগুন্নিতে নিজস্ব জায়গায় আন্তর্জাতিকমানের পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণের লক্ষ্যে বিনিয়োগের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। এছাড়া পিপিপি’র মাধ্যমে কক্সবাজারের হোটেল শৈবাল ও মহাখালীতে বাপক-এর নিজস্ব জায়গাতে আধুনিক ও বিশ্বমানের পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান যুগ Cooperation, Collaboration ও Partnership এর যুগ। দেশি ও বিদেশি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সাথে সমন্বয় করে বাপক এর পক্ষ থেকে পর্যটনের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমগুলোর সফল বাস্তবায়নের ফলে ভবিষ্যতে দেশে পর্যটন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, অবকাঠামো ও পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি হবে, পর্যটক আগমন বৃদ্ধি পাবে, পর্যটকদের মানসম্মত সেবা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। দেশের পর্যটন সম্পদের বিকাশের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, স্থানীয় জনগণ বিশেষ করে যুবক ও নারীরা পর্যটন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হবে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের জিডিপিতে পর্যটন শিল্পের অবদান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ফলে বাংলাদেশ কে এশিয়ার একটি অন্যতম গন্তব্যে পরিণত করার কাজকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে একটি সুখী, সমৃদ্ধ, বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর সার্বিক প্রচেষ্টা বর্তমানে অব্যাহত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।